NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অবহেলার মধ্যাহ্নভোজনই ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকর ভারত

ইউনূস সরকারকে বার্তা দিল্লির জামা মসজিদ ইমামের ৭

কলকাতা ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.12.2024, Vol.18, Issue No. 174 8 Pages, Price 3.00

‘বিশ্বকে একই পরিবারে গেঁথে রেখেছে সিনেমা’

৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে সিনেমাকে এক সুতোয় বাঁধলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিনেমার কোনও ভৌগোলিক গণ্ডি নেই। তাই ভাষা-ধর্ম এমনকি পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকলেও সিনেমা মানুষকে একই পরিবারের সদস্য হিসাবে এক সুতোয় বেঁধে রাখে। বুধবার (৪ ডিসেম্বর) আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করে এমন উপলব্ধির কথাই শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে বিশ্ববরেণ্য পরিচালক তপন সিনহার ‘গল্প হলেও সত্যি’ ছবির মাধ্যমে উৎসবের পর্দা উঠল।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে তাঁর হাত ধরেই ব্যাপ্তি ঘটেছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের। রাজনৈতিক মতবিরোধকে উপেক্ষা করে ভিন্ন মতের পথিক চলচ্চিত্র অভিনেতা-পরিচালককে কাছে টেনে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন উদ্বোধনী মঞ্চেও সেই দৃশ্য নজরে পড়ল। আজীবন নিজেকে বামপন্থী হিসাবে দাবি করা অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পরিচালক সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়রা হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে।

উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিনেমার কোনও গণ্ডি নেই। আলাদা কোনও বিশ্ব নেই। নানা ভাষায় কথা বলতে পারি, নানা পোশাক পরতে পারি, নানা ধর্মানুসারী হতে পারি, কিন্তু আমরা সবাই এক। একটা পরিবারের মতো।’ বাংলা চলচ্চিত্র জগতকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, বিশ্ব মঞ্চে উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন সেই সত্যজিত রায়, তপন সিনহা, ঋত্বিক ঘটক, উত্তম কুমার-সৌমিত্র চট্টপাধ্যায়দের কথাও উল্লেখ করেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভাব অনুভব করছেন বলেও জানান।

বাংলার শিল্পী, পরিচালক, কলাকুশলীরা যে বলিউড কিংবা হলিউডের শিল্পীদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, তা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘টলিউডে (টালিগঞ্জ পাড়ায়) যারা কাজ করেন, তাঁরা হৃদয় দিয়ে কাজ করেন। অনেক প্রতিভাবান শিল্পী-পরিচালক রয়েছেন যাঁরা বলিউডকেও হার মানাতে পারেন। কিন্তু তাঁদের লবির জোর নেই দেখে মাতামাতি হয় না।’

চলতি চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তর্জাতিক ছবির পাশাপাশি প্রচুর বাংলা ছবিও দেখানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সিআইডিকে ঢেলে সাজানো শুরু, গোয়েন্দা প্রধানকে সরালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, সিআইডির খোলনলচে বদল করবেন তিনি। বুধবার শুরু হয়ে গেল সেই কাজ। রাজ্যের গোয়েন্দাপ্রধানের পদ থেকে আর রাজশেখরনকে সরিয়ে দিল নবান্ন। তাঁকে পাঠানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এডিজি (প্রশিক্ষণ) পদে।

কসবাকাণ্ডের পর কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা মুরলীধরকে সরিয়ে দিয়েছিল রাজ্য সরকার। এ বার রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানকেও সরিয়ে দিলেন মমতা।

নবান্নের তরফে দুপুরে যে নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে নতুন গোয়েন্দাপ্রধান কাকে করা হল, তার উল্লেখ নেই। তবে প্রশাসনিক সূত্রে বলা হচ্ছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই নিয়োগ সেরে ফেলতে পারে রাজ্য সরকার। কারণ, এডিজি সিআইডির পদ খালি রাখা যায় না। রাজশেখরন ছাড়া আরও কয়েকটি বদলি হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনে। এডিজি (প্রশিক্ষণ) পদে ছিলেন দময়ন্তী সেন। তাঁকে এডিজি (পলিসি) পদে পাঠানো হয়েছে। আবার ওই পদে থাকা আর শিবকুমারকে দেওয়া হয়েছে এডিজি (ইবি)-র দায়িত্ব। এডিজি (ইবি) পদে থাকা আইপিএস কর্তা রাজীব মিশ্রকে আনা হয়েছে এডিজি মডার্নাইজেশন পদে। কয়লা এবং বালি পাচারে পুলিশের একাংশের যোগসাজশ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মমতা। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘সিআইএসএফ বা পুলিশের একাংশ টাকা খেয়ে চুরি করবে; এটা আমি হতে দেব না। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের লোকও যুক্ত থাকেন, তাঁকে আইনত চেপে ধরুন। জেলে পাঠান।’ রাজ্যে কয়লা এবং বালি পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল, রানিগঞ্জ এলাকায় মাঝেমধ্যেই বেআইনি ভাবে কয়লা তোলা এবং পাচারের অভিযোগ উঠে আসে। একই ধরনের অভিযোগ ওঠে বালি চুরির ক্ষেত্রেও। রাজ্যের একাধিক জেলায় নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালি চুরির অভিযোগও নতুন নয়। কয়লা ও বালি পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা বার বার আক্রমণ শানিয়েছে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তা একেবারেই বরদাস্ত করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী।

গত কয়েক দিন ধরেই নানা ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাইরের রাজ্য থেকে কী ভাবে অস্ত্র ঢুকছে, সমাজবিরোধীরাই বা কী ভাবে রাজ্যে প্রবেশ করছে, পুলিশের কাছে কেন তথ্য থাকছে না, সেই প্রশ্ন তুলছিলেন শাসকদলের নেতারাও। প্রশাসনের অনেকের মতে, সব কিছুকে মিলিয়েই মুখ্যমন্ত্রী খোলনলচে বদলের কথা বলেছিলেন।

প্রশাসনিক সূত্রে এ-ও বলা হচ্ছে, এখানেই শেষ নয়। আগামী দিনে রাজ্য প্রশাসনে আরও কিছু বদল হতে হতে পারে। সেই বদলিতে যেমন পুলিশ রয়েছে, তেমন আমলাদেরও বদল করতে পারে নবান্ন। বিভিন্ন দপ্তরের কাজে গতি আনতেই সেই পরিকল্পনা রয়েছে বলে অভিমত প্রশাসনিক মহলের অনেকের।

প্রসঙ্গত, আরজিকরের ঘটনার পর থেকে বারংবার পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। সেই সঙ্গে পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও আঙুল তুলছিল জনতা। সেই পরিস্থিতিতে বিগত কিছুদিন আগে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কথা বলে রদবদলের ইঙ্গিত দেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগকে ঢেলে সাজাতেই রাজ্যের এই ভাবনা বলে মনে করেছেন ওয়াকিবহল মহলের একাংশ।

ফড়নবিশই মুখ্যমন্ত্রী

■ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশই। দীর্ঘ ১১ দিনের টানাপোড়েনের পর বুধবার এই নাম ঘোষণা করা হল। বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকের পর নামে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। আজ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন ফড়নবিশ।

ব্যাঙ্কে চারজন নমিনি

■ এবার থেকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ চারজন নমিনি রাখা যাবে। প্রত্যেক নমিনি উত্তরাধিকারসূত্রে কত শতাংশ অর্থ পাবেন, সেই হিসাবও করে রাখা যাবে।

ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স

■ প্রায় ৮১ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে সেনসেক্স। নিফটি বেড়েছে প্রায় সাড়ে ২৪ হাজার। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই বাজার ঊর্ধ্বমুখী।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

নিষিদ্ধ গোমাংস

■ অসমে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হল গোমাংস খাওয়া। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানান, যা আইন ছিল সেটা খানিকটা বদল করার ফলে হোটেল-রেস্তরাঁ-সহ একাধিক জায়গায় গোমাংস একেবারে বন্ধ হবে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

চিন্ময়ের মুক্তি রুখতে ৭০ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের কারাগারে আগামী একমাস বন্দি থাকবেন ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন চিন্ময় প্রভুর আইনজীবী। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। হিন্দু সন্ন্যাসীর জামিন মামলার শুনানিতেও সওয়াল করার জন্য এগিয়ে আসেননি কেউ। এই পরিস্থিতিতে এবার বাংলাদেশে অন্তত ৭০ জন হিন্দু আইনজীবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হয়েছে। চিন্ময় প্রভুর মুক্তি আটকাতেই যে এই পদক্ষেপ তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাজারো বিক্ষোভ-প্রতিবাদও যে মহম্মদ ইউনুসের সরকারের কানে যাচ্ছে না এটা তারই প্রমাণ।

৩ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে ছিল সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর জামিনের শুনানি। কিন্তু ৫১ জন আইনজীবী দলের কেউই চিন্ময়ের হয়ে আদালতে সওয়াল করতে আসেনি। ফলে পিছিয়ে যায় জামিন মামলার শুনানি। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয় আগামী ২ জানুয়ারি। ফলে এখনও একমাস কারাগারেই থাকতে হবে চিন্ময় প্রভুকে। কিন্তু আগামী শুনানিতেও যাতে কোনও আইনজীবী না পান এই হিন্দু সন্ন্যাসী তার জন্য নাকি তৎপর ইউনূস সরকার। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছে, চিন্ময় প্রভুর মুক্তি আটকাতে ৭০ জন হিন্দু সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যত সময় গড়াচ্ছে, ততই যেন হিন্দুদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে বাংলাদেশ। গত সপ্তাহে ইসকনের গ্রেপ্তার হওয়া সন্ন্যাসীর হয়ে সওয়ালে রাজি ছিলেন ৫১ জন আইনজীবী। তাঁরা জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু চিন্ময় প্রভুর পাশে দাঁড়ানোয় মৌলবাদীদের নিশানায় পড়েন তাঁরা সকলেই। ইসকন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, একে একে ৫১ জন আইনজীবীই কোনও না কোনও ভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। কারও বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কারও পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিন্ময়ের আইনজীবীর উপর এমনই হামলা চলে যে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি। আর তাঁর পরিস্থিতিতে আতঙ্কে পিছু হটেছেন বাকি আইনজীবীরাও। কেউ কেউ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছেন এলাকা ছেড়ে। এবার নতুন করে ‘কোপ’ পড়ল হিন্দু আইনজীবীদের ঘাড়ে।

এবার ঢাকা যাচ্ছেন বিদেশ সচিব

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে থামছে না হিন্দু নিপীড়ন। দিন দিন চরমে উঠছে অত্যাচার। আপাতত আরও এক মাস জেলেই থাকতে হবে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে। যত দিন যাচ্ছে আরও জোরাল হচ্ছে তাঁর মুক্তির দাবি। প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে ভারতে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে সংঘাত বাড়ছে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। এর মাঝেই ঢাকায় তলব করা হয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মাকে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় যাচ্ছেন বিক্রম মিশ্রি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত, ব্রিটেনের মতো দেশ। চিন্ময়ের পরেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক সন্ন্যাসীকে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে ভারতীয় হিন্দু জানলেই তাঁদের উপর বেড়ে যাচ্ছে অত্যাচার। বিপন্ন গণতান্ত্রিক কাঠামো। এর মাঝেই হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে গিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে ত্রিপুরার আগরতলার বাংলাদেশি ডেপুটি হাই কমিশনে। ভারতের উপর চাপ বাড়াতে মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রককে ডাক পড়ে প্রণয় বর্মার। এই আবহে জানা গেল আগামী ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় যেতে পারেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি।

লাশের সৎকার করে প্রভাবশালী

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর: ২ বছর আগে দিল্লির রাস্তায় ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল আততায়ীরা। স্নেহের ভাইয়ের দেহ সৎকারে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি কেউই। শোক বুকে চেপে একাই দাহ করেছিলেন ভাইকে। লড়াইটা শুরু। এর পর মাত্র ২ বছরে হাজারেরও বেশি অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ সম্মানের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন পূজা শর্মা। ভারতীয় এই মহিলাকেই এবার সম্মান দিল বিবিসি। বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মহিলা তালিকায় উঠে এলেন পূজা। বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী মহিলার তালিকা প্রকাশ করেছে বিবিসি। যেখানে জায়গা করে নিয়েছেন দেশের তিন মহিলা।

অকালি প্রধানকে খুনের চেষ্টা খলিস্তানি জঙ্গির

অমৃতসর, ৪ ডিসেম্বর: বুধবার সকালে অমৃতসরের পবিত্র স্বর্ণমন্দির কেঁপে উঠল গুলির শব্দে। শিরোমণি অকালি দলের নেতা ও পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের উপরে গুলি চালান এক বৃদ্ধ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম নারায়ণ সিং চৌরা। খলিস্তানি জঙ্গিদের নিয়ে ভারত-কানাডা সংঘাতের মধ্যে স্বর্ণমন্দিরে বারুদের গন্ধে অশনি সংকেত দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। বাদলের উপর হামলা চালানো নারায়ণ সিং চৌরার পরিচয় জানলে চমকে উঠতে হয়। অমৃতসর থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরের গুরুদাসপুর জেলার বাসিন্দা তিনি। নারায়ণ একজন প্রাক্তন খলিস্তানি জঙ্গি। তাঁর বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি মামলা রয়েছে। ৬৮ বছর বয়সি নারায়ণের অপরাধ জগতে হাতেখড়ি যুবক বয়সে। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে যান তিনি। সেখান থেকে পঞ্জাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই পঞ্জাব পুলিশের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ তালিকায় চৌরা। গত শতাব্দীর নয়ের দশকে দেশে ফিরে পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারন এবং রোপার জেলায় বহু অপারধমূলক কাজে যুক্ত হন। ২০০৪ সালে

চাঞ্চল্যকর বুড়াইল জেল ভাঙার ঘটনায় ‘মূল ষড়যন্ত্রকারী’ও এই ব্যক্তি। ৯৪ ফুট সুড়ঙ্গ খুঁড়ে জেল ভেঙে পালায় বাব্বর খালসা-র আন্তর্জাতিক জঙ্গি জগতার সিং হাওয়ারা, পরমজিৎ সিং ভেওরা এবং তাঁদের দুই সহযোগী জগতার সিং তারা ও দেবী সিং। নারায়ণের ষড়যন্ত্রেই যা সফল হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর ফের সক্রিয় খলিস্তানি জঙ্গি চৌরা। ঠিক সেই সময়, যখন খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-কানাডা সম্পর্ক তলানিতে। কানাডা সরকার নিজ্জর হত্যায় অভিযুক্ত করেছে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা ‘র’কে। এমনকী ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খলিস্তানিপন্থী শিখ সম্প্রদায়ের ভোটবাক্সকে নজরে রেখেই কানাডার রাষ্ট্রপ্রধানদের দিল্লি বিরোধী কৌশল। এই আবহে শিরোমণি অকালি দলের নেতা ও পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের উপর প্রাণঘাতী হামলা, পবিত্র স্বর্ণমন্দিরে গুলি চালানোর ঘটনায় নিহত খলিস্তানি নেতা জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের স্মৃতি উসকে উঠেছে। যিনি বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, দলবল নিয়ে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ভিতরে ঘাঁটি গাড়লে, ১৯৮৪ সালের ১ জুন ‘অপারেশন ব্লু স্টার’ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার। ভারতীয় সেনার হামলায় ভিন্দ্রানওয়ালে মুক্ত হয় শিখদের পবিত্র তীর্থ স্বর্ণমন্দির। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা। অন্যতম হত্যাকারী সতবন্ত সিং জেরায় জানিয়েছিলেন, পবিত্র তীর্থস্থলে সেনা অভিযানের প্রতিশোধ নিতেই এই পদক্ষেপ করেছিলেন তাঁরা। রক্ত আর বারুদের গন্ধে ভরা সেই দিনগুলি ফিরে না এলেই মঙ্গল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Firoz Ahmed S/o. Sekh Najim Uddin ও Sekh Firoz Ahmmad S/o. Sk. Nizamuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৮৭ নং এফিডেভিট বলে Sk Keshibul S/o. Sk Rejabul ও Sk Kashibul S/o. Sk R Bul, Seikh Rejabul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৬ নং এফিডেভিট বলে Shaikh Samir S/o. Muhammad Nuhanabi ও Sameer N Sekh S/o. N. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Papiya Banerjee W/o. Alok Banerjee ও Papiya Das D/o. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১৭৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Hanif Sarkar (old name) S/o. Sk. Barsed Ali Sarkar R/o. Multi, Itachuna, Pandua, Hooghly-712147, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Hanif Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Hanif Sarkar & Sk. Hanif Sarkar S/o. Sk. Barsed Ali Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Nazimul Sarkar.

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২২০ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Mukhopadhyay S/o. Binay Krishna Mukhopadhyay ও Arun Mukhopadhyay S/o. B. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Jakariya S/o. Sk Samsul Haque ও Sk Jakaria S/o. Sk Ali Hak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Tonmoy Banerjee S/o. Gour Hari Banerjee ও Tanmoy Banerjee S/o. Gourhari Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৯ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Karmakar ও Joyanta Karmakar S/o. Dhirendra Nath Karmakar সাং নান্দা দক্ষিণ পাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Debashis Biswas, পিতা- সুকদেব বিশ্বাস, সাং- পারুয়া পোঃ- বাপুজীনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম Debasish Biswas হইয়াছে। ২৭-১১-২০২৪ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Debashis Biswas ও Debasish Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই ডিসেম্বর । ১৯ শে অগ্রহায়ণ । বৃহস্পতিবার । শুক্লপক্ষ চতুর্থী তিথি, জন্মে মকর রাশি, অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস।
ঋষি অরবিন্দ ঘোষ র প্রয়াণ দিবস।
সদ্গুরু স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী র আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Md Sajjadur Rahaman S/O- Majibur Rahaman resident of Vill- Dabkai, P.O.- Karnasubarna, P.S.- Berhampore, Dist. - Msd, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Md Sajjadur Rahaman to Sajjadur Rahaman and henceforth I shall be known as Sajjadur Rahaman in all purpose, vide affidavit no: A-99261 sworn before the Notary Public at Berhampore on **06/11/2024.** Sajjadur Rahaman and Md Sajjadur Rahaman both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, ডেলনা ওয়াদিয়া, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার সম্মুখে শপথ করে এফিডেভিড নং ২৩৭৯, তারিখ ১৯.১১.২০২৪, দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা নোসির সাপুরজী ওয়াদিয়া এবং নোসির সাপুর ওয়াদিয়া একই এবং অভিন্ন ব্যক্তির নাম।

CHANGE OF NAME

I Surupa Raman, w/o Dandapani Venkat Raman faith Hindu occupation house wife, residing at 38A, Block- B, New Alipore, Kolkata 700053. Vide affidavit No 25144 dt 3rd Dec 2024, at Judicial Magistrate Court Alipore Kolkata, mentioned that the Surupa Raman and Ranu Raman is the same and one identical person.

Name Change

I, Sushil Mahadeo Jana, S/o Mahadeo Jana of 2/3/4 Ground Floor, Kharkhar Building, 128, C.P. Tank, Girgaon, Mumbai, Present Vill. Damodarpur, P.O. Radhaballavpur, P.S. Tamluk, Dist. Purba Medinipur, West Bengal do hereby solemnly affirm and declare that my father Mahadeo Jana and Mahadeb Jana, Mahadev Jana is the same and identical one and there is no other person in my family or locality vide an affidavit no. 12488, Dt. 03.12.2024 before In The Court of Ld. Chief Judicial Magistrate, 1st Class at Tamluk.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

শ্রী রসিক সরকার পিতা শ্রী রাধাপদ সরকার, সাং-বিলপাড়া, পোঃ-তারকগঞ্জ, থানা-করিমপুর, জেলা-নদীয়া। হাল সাং-বাদকুল্লা (পালপাড়া) পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, গত ইংরাজী ২২/০২/২০১২ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-47/2012 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রী আশীষ রায়** পিতা মৃত ধীরেন্দ্র নাথ রায়, সাং-নওপুকুরিয়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত **আশীষ রায়** বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে BL & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন।

-: তপশীল :-

জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-বাদকুল্লা, জে.এল.-৪৪, এল.আর. খতিয়ান-৩৯২১, আর.এস. দাগ নং ৪৫২, এল.আর. ১৩২৯ নং দাগে আউশ জমি, মোট ০৪.৭৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট)
রানাঘাট কোর্ট
Enrol. F/2275/2367/02

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমত্যা দিপালী রায় স্বামী ৺অলোক রায়, **২)শ্রী অনির্বান রায়** পিতা ৺অলোক রায় উভয়ের সাকিম পশ্চিমজয়কৃষ্ণপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, বিগত ইং 20/03/2019 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-017/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অসীম সিংহরায়** পিতা ৺সীতানাথ সিংহরায় সাকিম চকঅনন্ত, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী অসীম সিংহরায়** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 02/07/2019 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1966/2019 নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে **শ্রী স্বপন কুমার মাঝি** পিতা ৺কার্ত্তিক মাঝি, সাকিম রঘুনাথপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, অতঃপর উক্ত **শ্রী স্বপন কুমার মাঝি** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই পুনরায় খরিদাস্বত্ব বলে উক্ত খরিদা নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং 14/12/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5775/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রী সানু দাস** পিতা ৺রঞ্জন দাস ও **২)শ্রীমতী পম্পা দাস** স্বামী শ্রী সানু দাস সাকিম কালুবাটীভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩), 04 শতক শালি জমি বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রঘুনাথপুর, 54 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 702 ও 703 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 481 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 24 শতক তন্মধ্যে 0.1454 অংশে 1742 বর্গফুট বা 2.42 কাঠা বা 04 শতক অত্র কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী সানু দাস** পিতা ৺রঞ্জন দাস **ও ২)শ্রীমতী পম্পা দাস** স্বামী শ্রী সানু দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

১) শ্রী সানু দাস
২) শ্রীমতী পম্পা দাস
ক্রেতাগণ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

সরিফ উদ্দিন সরকার পিতা মরহুম জামাল উদ্দিন সরকার সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, বিগত ইং 15/05/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2291/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে (**আরিফ উদ্দিন সরকার** পিতা মরহুম জামাল উদ্দিন সরকার সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫,) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 29/11/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6024/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্যামসুন্দর মান্না** পিতা জিতেন মান্না সাকিম তিন্না ষষ্ঠীতলা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, চাঁপাহাটী মৌজায়, ৫২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২২৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ১০৮৩ তথা হাল এল.আর ১৩৪৭ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ১৮ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০৯ শতক তন্মধ্যে ৩.৯৩ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্যামসুন্দর মান্না** পিতা জিতেন মান্না, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**আরিফ উদ্দিন সরকার**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত মোকাম - চুঁচুড়া
২০২২ সালের ৫২ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকৰ্দ্দমা

দরখাস্তকারী- শ্রীমতী ময়না দাস, স্বামী - ৺শম্ভু চন্দ্র দাস ওরফে শম্ভু দাস, সাকিম - ২নং বাসুদেবপুর, উমাপল্লী, পোষ্ট – ত্রিবেণী, থানা-মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০৩। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা - হুগলী, থানা - মগরার অধীন ২নং বাসুদেবপুর গজঘন্টা, পোঃ ত্রিবেণী, নিবাসী **৺শম্ভু চন্দ্র দাস ওরফে ৺শম্ভু দাস,** পিতা ৺বিপিন বিহারী দাস ওরফে ৺বিপিন চন্দ্র দাস ওরফে বিপিন দাস গত ইংরাজী ১৩/০৭/২০২০ তারিখে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ত্যক্ত জেলা – হুগলী, থানা মগরা, পোষ্ট - নয়াসরাই কুন্তিঘাট চন্দ্রহাটি রঘুনাথপুর স্থিত **কেসোরাম রেয়ন অফিসে** গচ্ছিত প্রফিডেন্ট ফান্ড **(যাহার পি.এফ. এ্যাকাউন্ট নং ডব্লু.বি/৯১৫৮/১০০৮৭) বাবদ ৫,১৬,৭০৫ (পাঁচ লক্ষ ষোল হাজার সাতশত পাঁচ) টাকা** এর জন্য সাকসেশান সার্টিফিকেট প্রার্থনা করিয়া উপরিলিখিত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত সাকসেশান সার্টিফিকেট দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে তাহার প্রার্থিত সাকসেশান সার্টিফিকেটের আদেশ মঞ্জুর করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
সুমন রায় (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা- হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত মোকাম- চুঁচুড়া,

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) শ্রী সুব্রত বন্দোপাধ্যায়, পিতা – স্বর্গীয় দেবব্রত ব্যানার্জী, সাকিম - ২৫/১৫ এন.জি. সাহা রোড, পোঃ ও থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭০০০৬১ । **২) শ্রীমত্যা শোভা ব্যানার্জী,** স্বামী - স্বর্গীয় দেবব্রত ব্যানার্জী, সাং ও পোঃ - বৈঁচীগ্রাম, থানা-পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৫, বিগত ইংরাজীর ১৪/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬১৬০১২৪২/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মাধব দাস,** পিতা - স্বর্গীয় রামপদ দাস) সাকিম ও পোঃ – বৈঁচীগ্রাম, থানা – পান্ডুয়া, জেলা – হুগলী, পিন নং - ৭১২১৩৫ ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে ০৬১৬০২৩০৫/২০২৪ নং দলিল মূলে **সেখ আশিক,** পিতা-আব্দুল আলি, ও **আসমিনা খাতুন,** স্বামী- সেখ আশিক, উভয়ের সাকিম – চিনা, পোঃ – হাতনী, থানা - পান্ডুয়া, জেলা–হুগলী, পিন নং -৭১২১৩৪ মহাশয় ও মহাশয়াকে একটি দলিলে বিক্রয় করি।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা - চৌবেড়া, জে.এল. নং ২১, হাল এল.আর. ৪৬৪ খতিয়ানের সাবেক ও হাল এল.আর. ৩৬৫৪ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬০ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সেখ আশিক ও আসমিনা খাতুন** উক্ত খরিদা শালি জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছে, ইহাতে কাহারও কোন আইনগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**শ্রী মাধব দাস**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

১) স্বাতী অধিকারী(ব্যানার্জী), স্বামী-প্রশান্ত অধিকারী, ২) বাসন্তী ব্যানার্জী, স্বামী- ঁরঘুনাথ ব্যানার্জী, এদের পক্ষে গত ইংরাজীর ২৫.০১.২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুর রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV-00023 নং. আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী সুগত ব্যানার্জী, পিতা- ঁরঘুনাথ ব্যানার্জীকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং ১) সোমক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২) অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ের পিতা ঁশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এদের পক্ষে গত ইংরাজীর ০৫.০৩.২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক IV-00047 নং. আমমোক্তারনামা দলিল বলে শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। সকলের সাং ও পিত্রালয়-জলঘাটা, পোষ্ট ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী। যার তপশীল- জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-জলঘাটা (জে.এল.-৭৯), এল.আর. খতিয়ান- ২৫৮০/১, ২০১৪, ২৬৯০/১, ৯৪/১, ২২৭৪/ ১, আর.এস. ও এল.আর. দাগ-৫৩৮, পরিমান কমবেশি ১০(দশ) শতক আমমোক্তার সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে শ্রী সুগত ব্যানার্জী, পিতা ঁরঘুনাথ ব্যানার্জী, সাং-জলঘাটা, পোঃ ও থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী কে জানাইতে হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী শৈলেন মাল ২)শ্রী নন্দলাল মাল ৩)শ্রী বাসুদেব মাল ৪)তরুলতা মাল সকলের পিতা ৺রতন কুমার মাল, সকলের সাকিম গোপীনগর, খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, পঃবঃ বিগত ইং 07/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-594/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী বুদ্ধদেব খাঁ** পিতা ৺কাশীনাথ খাঁ সাকিম গোপীনগর, খামারচন্ডী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, পঃবঃ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1263/2024 নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে **শ্রীমতী মঞ্জু দে** স্বামী শ্রী মহাদেব দে সাকিম ও পোঃ পলতাগড়, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, পঃবঃ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গোপীনগর, 73 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 704 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 313 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় 21 শতক তন্মধ্যে 0.2500 অংশে রেকর্ডদৃষ্টে 05 শতক যাহা অংশ অনুযায়ী 05.25 শতক তন্মধ্যে ওয়ারিশ সুত্রে 4/8 অংশে প্রাপ্ত 1144 বর্গফুট বা 02.625 শতক আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী মঞ্জু দে** স্বামী শ্রী মহাদেব দে উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **শ্রী বুদ্ধদেব খাঁ**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শ্রীমতী কনক বালা বাছার, স্বামী- শ্রী প্রেমচাঁদ বাছার, সাং- ভায়না, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া।
২) শ্রীমতী ননী বালা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- ১৭ নং সিস্টার নিবেদিতা রোড, কলিকাতা- ৬৩।
৩) শ্রীমতী বিনাপানি মজুমদার, স্বামী- শ্রী- পরিমল চন্দ্র মজুমদার, সাং গভর্নমেন্ট কলোনী, পোড়া আশ্রমতলা, কলিকাতা- ৬৩। মহাশয়াগণ বিগত ৯/১২/৯১ তারিখে, ৩২ নং আমমোক্তার বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং ৪) শ্রীমতী সুশীলা বালা বিশ্বাস, স্বামী ঁগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, সাং- দূর্গাপুর, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া। উক্ত আমমোক্তার গত ২৭/১১/৯৫ তারিখে রানাঘাট ২ নং সাবরেজিস্টারী অফিসের ৪৭২ নং এবং ২৭/০৩/৯৫ তারিখের ঐ অফিসে সম্পাদিত ১৬৫১ নং বিক্রয় কোবলা দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। পরবর্তীকালে কোবলা দাতা ১) শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ২) শ্রী বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- ঁগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিন- দুর্গাপুর, পোঃ- হরিতলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা-নদীয়া, মহাশয়গণ বিগত ০৭/১০/২০০৩ তারিখেঃ ২৮৩৮ বিক্রয় কোবলা দলিল বলে কোবলা গ্রহিতা- শ্রী রাজেশ্বর সরকার, পিতা- ঁফুলচাঁদ সরদার, সাকিন ও পোঃ- পাটিকাবাড়ী, থানা- হাঁসখালী জেলা- নদীয়া মহাশয়কে উক্ত জমি বিক্রয় করে।

বিক্রত সম্পত্তির তপশীল পরিচয়

৬৮ নং পশ্চিম হরিনডাঙ্গা মৌজার, R.S. খতিয়ান নং- ৮৬৭, L.R. খতিয়ান নং- ২৪৯, দাগ নং- ৩৩৭০, মোট ৫ শতক জমি বিক্রিত। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপে আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমার মক্কেল শ্রী হিমালয় ব্যানার্জি, পিতা- ঁহরিনারায়ন ব্যানার্জী, সাকিম- বিষ হরিতলা, সুরের পুকুর, পোষ্ট ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ এর বাসিন্দা গত ২১.১০.২০২৪ তারিখে চন্দননগর আদালত মহল্ল্যায় আসার সময় দলিলটি হারিয়ে যায়, যাহার নং ১৭৯১/ ১৯৬৩, ভল্যুম নম্বর ২৩, পাতা নম্বর ১৩০ হইতে ১৩৩। যেটি হরিনারায়ন ব্যানাজীর নামে নথিভুক্ত, যেটির G.D.E. No. 196, Date 04.12.2024। উক্ত দলিলটি কেহ পাইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করুন। নচেৎ কর্তৃপক্ষের কোন দায় বা দায়িত্ব থাকিবে না।

তুহিন কুমার ঘোষ
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত
মোবাইল-৯৮৩০৭৯৯৬৭৮

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

শ্রী ভবেশ বিশ্বাস পিতা মৃত শচীন্দ্র বিশ্বাস, সাং- বাদকুল্লা (পালপাড়া), পোঃ-বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, গত ইংরাজী ২৫/০১/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হাঁসখালী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV- 05/18 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রীমতী সুস্মিতা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, সাং-বাদকুল্লা ষ্টেশনপাড়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত সুস্মিতা বিশ্বাস বিক্রয় করিয়াছেন ।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন।

-: তপশীল :-

জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-বাদকুল্লা, জে.এল.-৪৪, এল.আর. খতিয়ান- ৩৯২১, আর.এস. দাগ নং ৪৫২, এল.আর. ১৩২৯ নং দাগে আউশ জমি, মোট ০৪.৭৫ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।

শম্ভু অধিকারী (এ্যাডভোকেট)
রানাঘাট কোর্ট
Enrol. F/2275/2367/02

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 11e/KNGP/2024-25/5th SFC, 12e/KNGP/2024-25/15th FC,** Last date of submission **12.12.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পানীয় জলের অপচয় রুখতে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানীয় জলের অপচয় এবং অপব্যবহার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। বুধবার বিধানসভায় বিভাগীয় মন্ত্রী পুলক রায় জানিয়েছেন, পানীয় জলের বেআইনি ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যে ৪০০-র বেশি এফআইআর করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ জানানোর জন্য দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি জানান, জল অপচয় বন্ধ করতে সরকার সচেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিনিয়ত এবিষয়ে নজর রাখছেন। অনেকে পানীয় জলকে ব্যাবসায়ীক কাজে ব্যাবহার করে অপচয় করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বুধবার সকাল পর্যন্ত এধরণের ২০,০০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। ১৯,৯৬২টা জায়গায় ৪০৭টা এফআইআর করা হয়েছে। জল অপচয় নিয়ে অভিযোগ জানাতে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করার কথাও তিনি জানিয়েছেন। ৮৯০২০৫২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬ নম্বরে অভিযোগ জানানো যাবে। নবান্নর পরে গত সোমবার বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর নিয়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে দপ্তরের একাধিক কর্মীদের ঢিলেঢালা আচরণ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কাজে গাফিলতির অভিযোগে একাধিক ঠিকাদার, একাধিক ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় মাঠে নেমেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি।

এদিকে বিধানসভায় বিধায়ক সমীর কুমার জানা প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী জানান, ৩১ শে অক্টোবর সাপেক্ষে জল জীবন মিশন প্রকল্পে মোট ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৯২.৯৭ লক্ষ টি বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, সর্ব সাধারণের ব্যাবহৃত শৌচালয়কে এই প্রকল্পের আওতা ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরও জানান, পানীয় জলের গুণমান রক্ষা ও সুনিশ্চিত করণের জন্য রাজ্যের ২১৭টি ল্যাবরেটবির মধ্যে ২১৬টি ল্যাবরেটরি এনএবিএল-এর স্বীকৃতি বা শংসাপত্র পেয়েছে।

লক্ষাধিক মূল্যের নিষিদ্ধ 'চীনা রসুন' উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষাধিক টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ চীনা রসুন উদ্ধার করল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। বুধবার হাওড়ার ধুলাগড়ি ট্রাক টার্মিনাল থেকে উদ্ধার হয় এই নিষিদ্ধ চীনা রসুন। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধুলাগড়ি ট্রাক টার্মিনালের একটি গুদামে বিশেষ অভিযান চালায় সাঁকরাইল থানার একটি বিশেষ দল। সেখান থেকে ২৫৪টি বস্তা উদ্ধার হয়। প্রতিটি বস্তা ১৮ কেজির বলেই জানানো হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ জয়সওয়াল নামের এক ব্যক্তির গুদামের ব্যবস্থাপক উপেন্দ্র যাদবকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২২৩ ধারা ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ১৯৫৫ এর ৭(১) এ (২) ধারাতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কলকাতা স্ট্রিট মিউজিক ফেস্টিভ্যালের পঞ্চম সিজনে সলিল স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সঙ্গীত মানবজাতির একটি সর্বজনীন ভাষা। চারদিকে পাখির কিচিরমিচির শধ, নদীর কুলকুল ধ্বনি, মন্দিরের পবিত্র সঙ্গীত, মসজিদের আজান সব মিলিয়ে সঙ্গীত সর্বত্রই বিদ্যমান। গ্রামের পথশিল্পীদের ভোরবেলা ভক্তিমূলক গান, বিয়ের অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় উৎসব উদযাপনে ব্যান্ড পার্টির মিউজিশিয়ানদের মিউজিক যাদের অন্যতম প্রধান মঞ্চ হিসেবে পথকেই বিবেচনা করা যেতে পারে। শহর কলকাতা এই মিউজিক ফেস্টিভ্যালের আগের চারটে সিজনের সাক্ষী থেকেছে।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী তথা জনসংযোগ আধিকারিক সুদীপ্ত চন্দ এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক, সঙ্গী সোমা দাস এবং লন্ডনের একজন এনআরআই সঙ্গীতশিল্পী। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত ২৯ নভেম্বর পঞ্চম সিজনটি অনুষ্ঠিত হল ক্রা কফি (ইনফিনিটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক) সেক্টর ফাইভ-এ। যে সকল সঙ্গীতশিল্পীরা গ্রাম থেকে শহরে রাস্তায় পারফর্ম করেন তারাই ছিলেন এই উদ্যোগের মূল কান্ডারী। সহযোগি পার্টনার ছিল ক্রা কফি, ইনফিনিটি, ফ্লিক্সবাগ মিউজিক, সোমা দাস, কিংশুক দাস প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্তরা চৌধুরী, সৌম্য দাশগুপ্ত, রকেট মন্ডল, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স কর্ণধার রূপক সাহা প্রমুখ। ইনফিনিটি'র পক্ষে তাদের মার্কেটিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিন্দ্য দাস উপস্থিত ছিলেন। দুই বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাস ও শহরের লিড ভোকালিস্ট সিধু এবং অনিন্দ্য বসু কিংবদন্তি সুরকারকে স্মরণ করেন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অত্যাচার ও চিন্ময় প্রভু মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন সংঘের প্রধানরা কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

হোটেল ও রেস্তোরাঁর বকেয়া কর সমস্যা নিষ্পত্তিতে জরিমানা সুদ মুকুবের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলির বকেয়া কর সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তিতে রাজ্য সরকার জরিমানা এবং সুদ মুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বকেয়া প্রমোদ কর এবং বিনোদন কর ২০২৫ সালের ৩১ শে মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিলে এই ছাড় মিলবে। বুধবার এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আইনের এক সংশোধনী রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। বিলের উপরে বলতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, প্রমোদ ও বিনোদন কর নিয়ে রাজ্যের ৯০০টি হোটেল ও রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ৫,৯০০টি মামলা বিভিন্ন আদালত ও

ট্রাইব্যুনালে বকেয়া রয়েছে। এই বাবদ সুদ আসল মিলিয়ে রাজ্য সরকারের বকেয়া প্রাপ্য করের পরিমাণ ২১.৮৬ কোটি টাকা। নতুন আইন করে জরিমানা এবং সুদে ছাড় দিলে রাজ্য সরকার বকেয়া বিনোদন কর এবং প্রমোদ কর বাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা এইসব হোটেল ও রেস্তোরাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন।

এর আগে বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সরকারের মূল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করলেও কয়েকটি বিষয়ে পরিবর্তন করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যারা কর বকেয়া রেখেছে তাদের জন্য ১০০ শতাংশ সুদ এবং জরিমানার ছাড় দিলে যারা সঠিক সময়ে কর মিটিয়েছেন তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই ১০০ শতাংশের বদলে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার তিনি প্রস্তাব দেন। যদিও এই প্রস্তাব সরকার পক্ষ গ্রহণ করেনি। তবে প্রথমে বিলে উল্লেখিত কর মেটানোর সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয় শংকর বাবুর আনা একটি সংশোধনী সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের আনা সংশোধনীর সঙ্গে মিলে যায়। এই সংক্রান্ত সংশোধনী গ্রহণ করে বকেয়া কর মেটানোর সময়সীমা ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ শে মার্চ ২০২৫ করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় গৃহীত হয়।

কেন্দ্রকে দেওয়া স্টেডিয়াম অবহেলিত: অরূপ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপাইগুড়িতে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে এবার কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুললেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) হাতে তুলে দেওয়া ক্রীড়াঙ্গন অবহেলায় আগাছার স্তূপে পরিণত হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। অবিলম্বে প্রশিক্ষণ শুরু না হলে চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী। ফুটবল থেকে তিরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স থেকে বাস্কেটবল, বিশাল ক্রীড়াঙ্গনে থাকবে সমস্ত ধরনের খেলার সুযোগ, উন্নত প্রশিক্ষণ পেয়ে তৈরি হবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ। এমনই আশায় জলপাইগুড়িতে তৈরি হয়েছিল বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের এই প্রজেক্ট এখন আগাছায় ভরা। ফুটবল মাঠের গোলপোস্টে বড় বড় ঘাস।

উল্লেখ্য, বিধানসভায় প্রশ্ন উত্তরপর্বে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈরির উদ্দেশে ১১০ কোটি টাকা দিয়ে

রাজ্য সরকার ওই বিশ্বমানের স্টেডিয়াম তৈরি করে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মউ সই করে এই ক্রীড়াঙ্গন সাই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ক্রীড়ামন্ত্রীর অভিযোগ, 'এত বড় পরিকাঠামো পেয়েও সাই তা কোনওভাবেই কাজে লাগায়নি। সেখানে ৭টা ক্রিড়া বিভাগের সূচনা করার কথা। অথচ এখন সেখানে গরু চড়ছে। এবিষয়ে ৪ কেন্দ্রীয় ক্রিড়ামন্ত্রীকে জানালেও আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।' বিধায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ক্রিড়ামন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার পুরুলিয়ায় ৬টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ১টি হকি স্টেডিয়াম ,সল্টলেক স্টেডিয়াম-সহ ১৮টি নতুন স্টেডিয়াম ও ২৭টি সংস্কার মোট ৫৮টি স্টেডিয়াম গড়ে তুলেছে। বারাসতে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম গড়ে তুলেছে। এছাড়াও ৪২৪টি নানাবিধ খেলার জন্য খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এর আগে বিধানসভায় বিধায়ক অশোক দিন্দা বলেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। এবিষয়ে মাননীয় সদস্যকে নথি জমা দেওয়ার কথা বললেও আজ পর্যন্ত জমা দেন নি।' বিধানসভায় ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য ওই বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রী আবেদন জানান। যদিও অশোক দিন্দার পাল্টা দাবি, নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে লিখিত নথি তিনি বিধানসভায় জমা দিয়েছেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী ক্রিড়াবিদদের চাকরি দিচ্ছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের চাকরি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পদক প্রাপকদের কলকাতা পুলিশে ডিএসপি থেকে এসআই, এএসআই এবং প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগে সেকশন অফিসার পর্যন্ত বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাবস্থা করা হয়েছে বলে ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন। বিধানসভার আজ এক প্রশ্নের উত্তরে ক্রীড়া মন্ত্রী জানান অলিম্পিক থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভাগে স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ পদক জয়ী ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের মধ্য থেকে ৭৪টি যোগ্য দরখাস্ত জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৩৮ জনের দরখাস্ত সংবলিত ফাইল ক্রীড়া দপ্তরের সুপারিশ-সহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। বাকি ৩৬ জনের দরখাস্তগুলিও প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরি দিতে নতুন আইন আনার কথা ঘোষণা করেছেন। ওই আইন তৈরি হলে আগ্রহী ক্রীড়াবিদেরা সরাসরি সরকারি চাকরিতে যোগ করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জঙ্গলমহল কাপ, সৈকত কাপ, রাঙামাটি কাপ, সুন্দরবন কাপ, হিমাল তরাই-ডুয়ার্স কাপ-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আমরা করি। যারা রানার্স আর চ্যাম্পিয়ন হয়, তাদের আমরা পুলিশে চাকরি দিই। ইতিমধ্যেই আমরা প্রায় ৪৩০০ জন খেলোয়াড়কে চাকরি দিয়েছি।'

সেকথা উল্লেখ করে ক্রীড়ামন্ত্রী বিধানসভায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জাতীয় স্তর-সহ আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়ারদের পাশে থাকবে রাজ্য সরকার।

ভাঙরের বিধায়ক নৌশদ সিদ্দিকি সেখানের উদিয়মান ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য একাডেমি গঠনের কথা বললে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান সব জায়গায় একাডেমি সম্ভব নয়। তবে রাজ্য সরকার ক্রীড়াবিদদের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা করছে। তাদের থাকা, খাওয়া, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

পাঁচ বছরে ২ হাজারের বেশি কোম্পানি রাজ্য ছেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২ হাজারেরও বেশি কোম্পানি ৫ বছরে রাজ্য ছেড়েছে এবং অফিস স্থানান্তর করেছে। এই সংস্থাগুলির মধ্যে যারা তাদের নিবন্ধিত অফিসগুলি অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছে, তাদের সংখ্যা ৩৯টি। বিজেপির অমিত মালভিয়া, রাজ্যসভা থেকে একটি অফিসিয়াল নথি শেয়ার করার সময় বলেছেন, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২,২৭৭ কোম্পানি তাদের নিবন্ধিত অফিসগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছে।

মালভিয়া বলেন, 'এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা, যা পশ্চিমবঙ্গে চাকরি, ব্যবসা এবং শিল্প বিকাশের অভাবের গুরুতর পরিস্থিতিকে আন্ডারলাইন করে।' সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের এক প্রশ্নের জবাবে

রাজ্যসভায় কর্পোরেট বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক একথা জানিয়েছেন। শমীক ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'টিএমসি সরকার এই সংস্থাগুলির স্থানান্তরের কারণগুলি চিহ্নিত করুক এবং তারা ব্যবসা ধরে রাখতে এবং আকর্ষণ করার জন্য কিছু করছে কিনা।' প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের তরফে বলা হয়েছে, 'সংস্থাগুলি প্রশাসনিক, অপারেশনাল, সুবিধা, ভাল নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যয় কার্যকারিতার কারণে স্থানান্তর চেয়েছিল।'

প্রেম ও ভক্তির ঐশ্বরিক পরিবেশনা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ যেন শ্রদ্ধেয় ব্রজ রস রসিক শ্রী লীলা রসিক জি এবং ব্রজ রাস রসিক ডক্টর শ্রী কৃষ্ণ কিঙ্কর জি-এর 'রাধা কে কৃষ্ণ'র মোহনীয় বক্তৃতা হিসাবে আধ্যাত্মিকতার একটি নির্মল তরঙ্গ কলকাতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আট দিন ধরে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীর অন্বেষণে প্রস্ফুটিত হয়। উপস্থিত ভক্তদের সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে মহারাজ জি ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং একজনের গুরুর শিক্ষা উদ্বেগ, হতাশা এবং

অনিশ্চয়তাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে। 'শ্রী কৃষ্ণ চরিত মানস' রাসায়ণ মহাকাব্যের শ্লোকগুলির সঙ্গে শিক্ষাগুলি সুন্দরভাবে বোনা হচ্ছে। তারমধ্যে মূল নীতিগুলি হল, আধ্যাত্মিক বক্তৃতার সময় মনোযোগ দিয়ে শোনার গুরুত্ব, গুরুর নির্দেশনায় দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং ভগবান শ্রী কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ও ভক্তি গভীর করা। প্রতিটি পরিবেশনা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করার সঙ্গে সমৃদ্ধ করে তুলছে। এই নয় দিনের আধ্যাত্মিক ভ্রমণ তাদের বিশ্বাস এবং ভক্তি পুনরুজ্জীবিত করে অংশগ্রহণকারী সকলের হৃদয়ে একটি অমোঘ চিহ্ন রেখে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান থেকে আগামী ২০২৫ সালের ২২শে মে থেকে ২৮শে মে পর্যন্ত রাস মহোৎসবে আয়োজিত বহুল প্রত্যাশিত ১৩.৫ কোটি নাম সংকীর্তন মহামহোৎসব সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে।

পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা উপেক্ষা করেই রাজ্য জুড়ে বহাল তবিয়তে চলছে পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাটের কাজ। ভাটপাড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর বাসুদেবপুর দিঘির পাড় এলাকায় পুর অঞ্চলের ময়লা আবর্জনা দিয়ে সুবিশাল জলাশয় ভরাট চলছে। এই পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার হলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব থেকে শুরু করে জেলাশাসক, বিএল এন্ড এলআরও এবং পুলিশ কমিশনার ও এসপি সবাইকে পার্টি করে তিনি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছেন। তাঁর অভিযোগ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্য জুড়ে পুকুর

ভরাট চলছে। পুলিশ এবং বিএল এন্ড এলআরও পয়সা নিচ্ছে। তাঁর দাবি, কলকাতা কর্পোরেশন ছাড়াও মফঃস্বলে দেদার পুকুর ভরাটের কাজ চলছে। প্রাক্তন সাংসদ এদিন জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, পুকুর ভরাটের ক্ষেত্রে এক নম্বরে আছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। আর এই জেলার মধ্যে এক নম্বরে আছে ভাটপাড়া পুরসভা। তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়া পুর অঞ্চলে গুন্ডারা সব পুকুর ভরাট করছেন। ৩১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাত্রায় পুকুর ভরাট হচ্ছে। তাঁর দাবি, পুরপ্রধান থাকাকালীন তিনি একশো'টির বেশি মামলা করেছিলেন। যারা পুকুর ভরাটের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কতজনের বিরুদ্ধে ভাটপাড়ার বর্তমান পুরবোর্ড মামলা করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন, তা নিয়েই এদিন প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। গত ১৩ বছরে কতগুলো পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট হয়েছে, তা জানতেই তিনি মামলা করবেন বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক।

রেল ইউনিয়নের নির্বাচন ঘিরে তপ্ত ব্যারাকপুর স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার থেকে শুরু হয়েছে রেল ইউনিয়নের নির্বাচন। নির্বাচন চলবে আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তৃণমূলের ইআরটিএমসি, কংগ্রেসের ইআরএমসি, বামেদের ইআরএমইউ এবং বিজেপির বিএমএস। অভিযোগ, ভোট চলাকালীন এদিন বেলায় আচমকা তপ্ত হয়ে ওঠে শিয়ালদা মেইন শাখার গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ব্যারাকপুর। অভিযোগ, ব্যারাকপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকা ইআরএমসি এবং ইআরএমইউ ইউনিয়নের বুথ ক্যাম্প অফিসে অতর্কিতে হামলা চালায় বহিরাগতরা। ওই দুটি ইউনিয়নের ক্যাম্পে অফিসের চেয়ার, টেবিল ভাঙচুর করে রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়। বহিরাগতদের হামলায় বেশ কয়েকজন রেল কর্মচারী আহত হয়েছেন। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল

দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জিআরপি এবং আরপিএফ জওয়ানরা। ইআরএমসি-র বুথ এজেন্ট ব্রিজ কিশোর প্রসাদ জানান, 'এদিন ইউনিয়নের নির্বাচন চলছিল। আচমকা কয়েকজন বহিরাগত এসে তাঁদের বুথ ক্যাম্পে হামলা চালায়। ক্যাম্পে বসে থাকা দলীয় রেল কর্মচারীকে মারধর করা হয়। তবে কারা হামলা হামলা চালালো, তা জানি না।'

ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল গড়ার উদ্যোগ গারুলিয়া পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবঘুরে, গৃহহীনদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দেওয়ার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। জাতীয় শহর জীবিকা মিশনের আওতায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ভবঘুরেদের জন্য এবার মানসিক উদ্যোগ নিয়েছে গারুলিয়া পুরসভা। ওই পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হরজিন্দার রোডে ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয়স্থল গড়ে তোলার কাজ চলছে। তিনতলা বিল্ডিং তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল নিয়ে গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস বলেন,

সরকারের প্রদেয় এক কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভবঘুরে, গৃহহীনদের জন্য তিনতলা বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে ভবঘুরেদের থাকবার ব্যবস্থার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হবে। তাছাড়া ভবঘুরেদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে। ওঁদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করবে পুরসভা। পুরপ্রধান আরও বলেন, এক বছর আগে সার্ভে করা হয়েছিল। তখন ৫৫ জন ভবঘুরের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল প্রকল্পকে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা কুন্দন সিং বলেন, পুরসভা এর আগে অনেক প্রকল্প করেছে। পুরসভা একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করেছে। সেখান থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে না। কুন্দনের কথায়, এবার ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল গড়া হচ্ছে। এতে ঠিকাদারেরা লাভবান হবেন। কিন্তু আদৌ কি ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল চালু হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা কুন্দন সিং।

আদ্যন্ত চলচ্চিত্রকার তপন সিনহাকে সম্মান কেআইএফএফ-এর

শুভাশিস বিশ্বাস

'মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি'- আতঙ্কের এই সংলাপ আজকের ভাষায় 'কাল্ট', তা তৈরি হয়েছিল তপন সিনহার হাতেই। 'বৈচিত্র'ই তপন সিনহার প্রতিশব্দ। তিনি রবীন্দ্রনাথেও আছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েও। শরদিন্দুতে, আবার শঙ্করেও। বনফুলে যেমন, গৌরকিশোরেও। আবার খবর কাগজের রিপোর্টিং থেকেও তুলে নিয়েছেন ছবির বিষয়। 'বোরিং' হতে চাননি কখনও। তাঁর দু'টির মধ্যে একটি হাত সব সময় কোয়ালিটির সন্ধান করে বেড়াত। আর অপর হাতটি ধরা থাকত জনসাধারণের হাতের সঙ্গে। তরুণ মজুমদার একথা কবেই লিখে গিয়েছেন তপন সিনহা সম্পর্কে।

ছবির বিষয় বাছা থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য, কাস্টিং, সঙ্গীত, অভিনয়, শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশন থেকে ছবির মুক্তি পর্যন্ত যে দীর্ঘ যাত্রা, সেই 'জার্নি'টা তিনি হেঁটেছেন সবাইকে নিয়ে। প্রতিবারই বুঝিয়ে ছেড়েছেন চলচ্চিত্র কী বস্তু, কোথায় তার রস, কেন সে শিল্প। পাঁচ দশকব্যাপী দীর্ঘ ছবিজীবনে ছোট-বড় মিলিয়ে এতগুলো ছবি বানিয়েছেন তিনি যে, তাঁর ফিল্মোগ্রাফি মনে রাখাটাই শক্ত। তবু তপন সিনহা বলতেই এক ঝলকে মনে আসবে বেশ কয়েকটা ছবির নাম। যে তালিকায় রয়েছে 'কাবুলিওয়ালা', 'গল্প হলেও সত্যি', 'জতুগৃহ', 'নির্জন সৈকতে', 'ঝিন্দের বন্দী', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'আতঙ্ক'। কোনও ভাবেই বাঙালি ভুলতে পারবে না 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি', 'হাটে বাজারে', 'সাগিনা মাহাতো'-র মতো ছবিকেও। মনের কোথাও একটা উঁকি দেবে 'এখনই', বা 'হুইল চেয়ার'-এর কথাও।

বৈচিত্র্যে ভরা তপন সিনহার একটা ছবির পরই ছবি এমন এক স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীকে তিনি বেছেছেন যার মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক বৈপরীত্য। যেমন, 'ঝিন্দের বন্দি'-র পরের ছবি ছিল 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'। আর যাঁদের নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নক্ষত্র বললেও ভুল হবে না। ছবি বিশ্বাস বা ছায়া দেবীকে হাতে ধরে বসিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বস্তরের চলচ্চিত্রাভিনয়ের মসনদে। তার ছবিতে আমরা পেয়েছি উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে অশোক কুমার, দিলীপ কুমার, সায়রা বানু, বৈজয়ন্তীমালা, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, শর্মিলা ঠাকুর, তনুজা, অপর্ণা সেন, শাবানা আজমি আর অরুন্ধতী দেবী তো বটেই। একইসঙ্গে বাংলা সিনেমাকে উপহার দিয়েছেন অজিতেশ-রুদ্রপ্রসাদ থেকে মনোজ মিত্র। বাঙালি দর্শকদের চিনিয়েছেন স্বরূপ দত্ত বা শমিত ভঞ্জকে।

তপন সিনহাকে আমরা কি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলাম, এটা এই মুহূর্তে লাখ টাকার প্রশ্ন। এককথায় উত্তরটা বুঝতে পারিনি, বুঝতে হয়ত চাইনিও। একদা ক্রফো, গোদার, বার্গম্যানকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত আমরা তপনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম তাচ্ছিল্যের হাসি। এই যে জতুগৃহ (১৯৬৪) ছবিটিতে সামান্য চাকুরিজীবী সুপ্রিয় (অনিল চ্যাটার্জি), শতদলের (উত্তমকুমার) অনুগ্রহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, তা দেখে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, সেই মধ্যবিত্তের জীবন কোথায় গেল? তাঁর আত্মবিশ্বাস কত প্রচ্ছন্ন থাকত! তপন সিনহা তো চিরকালই বাঙালি কেরানি এবং তলার দিকের অফিসারদের গৃহসম্পদ ছিলেন। তাঁর ছবি লোকে দল বেঁধে দেখতে যেত, পারিবারিক আনন্দ হিসাবেই। তবে এই মুহূর্তে বাঙালির কাছে নস্ট্যালজিয়া। সুতরাং তপনবাবু ফিরে আসছেন। একুশো শতকে এসে এখন যখন বাংলা ছবি একদিকে উচ্চবিত্তের সম্পর্ক-সমস্যা বা অন্য নানারকম অতিপ্রাকৃতিক গল্প, অন্যদিকে নিম্নবিত্তের প্রান্তিকতা, লুম্পেন রেটোরিক ধরতে চাইছে তখন বলতেই পারি বঙ্গ সামাজিক আঙিনায় তপনের কাজের জন্যেও আলাদা একটি পরিসর তৈরি করেছিল।

বাংলা ছবির ঐতিহ্য বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা না থাকায় আমরা বুঝতেই পারিনি, 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) বা 'অপরাজিত' (১৯৫৬)-তে ছোট্ট অপুর মুখে যখন প্রায় কোনও সংলাপই দেওয়া হয় না, তখন 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৭) ও 'অতিথি' (১৯৬৫)-তে শিশুশিল্পীরাও সংলাপে অসাধারণ দক্ষতা অভিভূত করেছিল সকলকেই। আসলে তপন ছিলেন 'নিউ থিয়েটার্সে'র সন্তান। যে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও বাঙালিকে সিনেমা চিনিয়েছিল এবং সিনেমা বলতে গল্প বা বই, বুঝিয়েছিল। তপন নিজের পথ করে নিয়েছিলেন হলিউডের জন ফোর্ড আর উইলিয়াম ওয়াইলারের মাঝখান দিয়ে। তপন বিশ্বাস করতেন সিনেমা স্বয়ংশাসিত হলও তাকে গল্পের উপর নির্ভরশীল থেকে যেতে হবে আর সেই গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিচিত্র পথে। যে ওয়াইলার 'রোমান হলিডে' (১৯৫৩)-র মত পেলব গীতিকবিতা লেখেন, তিনিই 'বেন হুর' (১৯৫৯) ছবির ব্যাপ্ত পটভূমি মেলে ধরেন। যে ফোর্ড ওয়েস্টার্ন গোত্রের মরুপ্রান্তরে পাথরের এক্সট্রিম লং শটকে অমর করে রাখেন, তিনিই মৃত্তিকার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন 'হাউ গ্রিন ওয়াজ মাই ভ্যালি' (১৯৪১)-তে। সুদূর বাংলায় গল্প বলার দেশে জন্মে, অন্তহীন গল্প শুনতে শুনতে, শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ঐতিহ্যে নিজেকে শিক্ষিত করতে করতে তপনের হয়তো মনে হয়েছিল তাঁর কোনও অধিকারই নেই এই ধারা থেকে বিযুক্ত হওয়ার। আলো, শধ, ছবি দিয়ে বলে যেতে হবে নানারকম বিচিত্র স্বাদের কাহিনীমালা। সব মিলিয়ে তপন সিনহা স্রেফ 'চিত্রপরিচালক' নন, তপন সিনহা আদ্যন্ত 'চলচ্চিত্রকার', 'ফিল্মমেকার'।

তপন সিনহাকে নিয়ে আরও একটা কথা না বললেই নয়, কাজের সময় গলার আওয়াজ কখনও বাড়ত না এক ফোঁটাও, অথচ যা বলার আর করার তা ঠিক হয়ে যেত। তপন সিনহার ক্ষেত্রে এই 'টু জেন্টলম্যানশিপ'টি চোখ চেয়ে দেখার তো বটেই, শেখারও। আর ৩০তম কলকাতা ইন্টারন্যাশানাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'গল্প হলেও সত্যি' সিনেমা প্রদর্শনে এই 'টু জেন্টেলম্যান'কে সম্মান জানিয়ে শুরু হল পথ চলা।

বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত জগদ্দলে মৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অদূরে ভিড়ে ঠাসা চায়ের দোকানে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন তৃণমূল নেতা অশোক সাউ। চলতি বছরের ১৩ নভেম্বর সকালে এই খুনের ঘটনা ঘটেছিল। যদিও সেই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ফরেনসিক তদন্ত হল না। পুলিশ প্রহরায় এখনও চায়ের দোকান বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। দোকান খুলতে না পারায় চরম অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন ওই চায়ের দোকানের মালিক। এদিকে মৃত তৃণমূল নেতা অশোক সাউয়ের পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃতের ভাই প্রদীপ কুমার সাউয়ের অভিযোগ, থানা থেকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ধৃতদের নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা পুলিশের গাড়িতে বসেই দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। ধৃতদের পিছনে নিশ্চয় কারও মদত রয়েছে। নইলে পুলিশের গাড়িতে বসে ওরা হুমকি দেওয়ার সাহস পায় কি করে, প্রশ্ন মৃতের ভাইয়ের। প্রদীপের দাবি, পুলিশ কড়া পদক্ষেপ না নিলে, তাঁরা বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবেন। মৃতের ভাই আরও বলেন, 'পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। দাদা খুনের পর ২১দিন

অতিক্রান্ত। অথচ এখনও পর্যন্ত ফরেনসিক তদন্ত হল না।' এর জন্য তাঁরা এনআইএ তদন্তের দাবিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'ফরেনসিক তদন্ত না হওয়ায় গরিব মানুষটি চায়ের দোকান খুলতে পারছেন না। তাছাড়া পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে মৃতের পরিবার এনআইএ তদন্তের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই খুনের ঘটনার তদন্তভার আদালতের রায়ে এনআইএ-র হাতেই যাবে।' ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয়। মৃত অশোক সাউ ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দলের সভাপতি ছিলেন। প্রশাসন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। সব অভিযুক্তরা ধরাও পড়েছে। তবে যারা মৃতের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

সম্পাদকীয়

জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর নির্ভরতা কম করতে চাওয়া সরকারের সঠিক পদক্ষেপ

জীবাশ্ম-জ্বালানি নির্ভর গাড়ির বাড়বাড়ন্তে দিল্লি, কলকাতা-সহ ভারতের বড় শহরগুলিতে বাতাসের গুণগত মান যে 'খারাপ' থেকে 'অতি খারাপ' পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে সেই উদ্বেগ যথার্থ। প্রতিকার হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবহণ থেকে যথাসম্ভব গণপরিবহণের দিকে সরে আসার যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা কার্যকর করা সম্ভব হলে আগামী দিনে জনবহুল শহরগুলি অন্তত একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পারবে। জীবাশ্ম-জ্বালানি নির্ভর গাড়ি কমিয়ে গণপরিবহণের উপযোগী বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ালে তা যেমন শহরের বায়ুর গুণমানের সূচক স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য কার্যকর হবে, অন্য দিকে দুর্বিষহ যানজট, যত্রতত্র পথ-দুর্ঘটনা এড়ানোও সম্ভব হবে। শহরে যান চলাচলে গতি আসবে। ভারতে গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির ঘরে বিক্রি না-হওয়া গাড়ির সংখ্যা সর্বকালীন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। এর অর্থ হল, ব্যক্তিগত গাড়ি বিক্রির সঙ্গে দেশের অর্থনীতির হালহকিকত জড়িয়ে আছে। সে দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। আবার 'বিষচক্র' সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে জীবাশ্ম-জ্বালানি নির্ভর গাড়ির দূষণ থেকে রেহাই পেতে যেখানে ব্যক্তিগত পরিবহণ থেকে গণপরিবহণের দিকে সরে আসার প্রয়োজন ছিল, সেখানে গোটা দেশ জুড়ে গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের মতো ব্যক্তিগত পরিবহণের উপরে নির্ভরশীলতা বাড়ছে। তবে, এমন দোলাচল সর্বত্র। 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থায় রয়েছে সরকারও। যার প্রমাণ মিলেছে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যে। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে সতর্ক করে জানিয়েছে, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু দূষণ প্রতিরোধের নামে সরকারের পদক্ষেপগুলো কেবলই ছলনা। শীতের শুরুতে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের চাষিরা খেতের নাড়া পুড়িয়ে রবি শস্য বপনের জন্য জমি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেন। ফলে, প্রতি বছর এই সময়ে দিল্লি, নয়ডা, গুরুগ্রাম-সহ বেশ কিছু জনবহুল এলাকায় বায়ুদূষণের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, রাজনৈতিক দলগুলি পরিবেশ সাম্য নিয়ে ভাবিত নয়। ভারতের ৭০শতাংশ-এরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় জীবাশ্ম-জ্বালানি, বিশেষত কয়লা থেকে। জীবাশ্ম-জ্বালানির ভান্ডার অফুরন্ত নয়, সীমিত। তাই জীবাশ্ম-জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ফেলতে কিছুটা হলেও উদ্যোগী হয়েছে সরকার।

শব্দবাণ-১২২

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ঝগড়া, বিবাদ ২. প্রদীপ ৫. মাথার টাক, ইন্দ্রলুপ্ত ৮. শাস্ত্রসংগত বিচার ও সিদ্ধান্ত ৯. সংবাদ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গর্ত ৩. বাসে ট্রেনে উঠলে যা কাটতে হয় ৪. কচি ৬. জমাট-বাঁধা জল ৭. পরিত্রাণ।

সমাধান: শব্দবাণ-১২১

পাশাপাশি: ১. অধিনায়ক ৪. মিল ৫. শকল ৭. নসিব ৯. টক ১১. রবিবাসর।

উপর-নীচ: ১. অবকাশ ২. নাঙ্গা ৩. কমিশন ৬. লশকর ৮. বরাবর ১০ .জবা।

জন্মদিন

আজকের দিন

শিখর ধাওয়ান

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নাদিরার জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট গজল সঙ্গীতশিল্পী গুলাম আলির জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শিখর ধাওয়ানের জন্মদিন।*

অবহেলার মধ্যাহ্নভোজনই ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকর ভারত

তন্ময় সিংহ

উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারত বর্ষ তার নবীন প্রজন্মের জন্যই সারা বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে জায়গা করে নিচ্ছে। সেই কর্মক্ষম ভারত তৈরি হচ্ছে আমাদের গোটা দেশে ছাত্র অবস্থায় প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প মিড ডে মিলকে পুষ্টির মূল উৎস ধরে। সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ে চলা এই প্রকল্পে সপ্তাহে প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার নিদান আছে। শহরের বিদ্যালয়ে যেমন এই প্রকল্প নিয়ে বিরুদ্ধ মত আছে কিন্তু গ্রামের বা বেশিরভাগ প্রান্তিক মানুষের এলাকার বিদ্যালয় গুলিতে এই প্রকল্পে দুপুরে শিশুদের পেট ভরে আহার অনেকটাই দেবতার আশীর্বাদের মতো। সব মিলিয়ে মিড ডে মিল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

প্রাথমিকভাবে ১৫ ই আগস্ট ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে মিড ডে মিল চালু হয়, তখন এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের নিউট্রিশন সাপোর্ট হিসেবে চালু হয়েছিল। বর্তমানে আমরা যে রূপে মিড ডে মিল দেখছি সেটা চালু হয় অক্টোবর ২০০৭ সালে। সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে মিড ডে মিল প্রকল্পের নাম পরিবর্তন হয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে পিএম পোষণ। ২০২১ সাল থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রায় ১১ লক্ষ কুড়ি হাজার স্কুলের ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে মিড ডে মিল খাওয়ানোর পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে এবং তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার কোটি টাকার মতন। প্রতি বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন মিড ডে মিল করার সিদ্ধান্ত আছে। সাধারণত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা মিড ডে মিলটি মনিটর করেন এবং স্ব সহায়ক দলের মহিলারা রান্নার কাজ করেন।

এই মিড ডে মিল প্রকল্পটি প্রথম যখন শুরু হয়েছিল কখন কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের ষাট শতাংশ বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলে এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার ৪০ শতাংশ বরাদ্দ দেয়। তামিলনাড়ুতে প্রথম সফলভাবে এই প্রকল্প শুরু হয়। ২০০১ থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয় রান্না করা খাবার দেওয়া শুরু হয় কিছু নির্দিষ্ট অংশে। ২০০২ ও ২০০৪ এ এই প্রকল্পের পরিবর্তনের পর ২০০৬ সালে এই প্রকল্পে প্রত্যেক শিশু প্রতি বরাদ্দ করা হয় ১.৮০ টাকা। তখন প্রত্যেকদিন ৮ থেকে ১২ গ্রাম প্রোটিন ও তিনশ ক্যালোরি এনার্জি লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল প্রত্যেক শিশুর জন্য এই স্কিম থেকে। ২০০৭ সাল থেকে উচ্চ প্রাথমিককে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে নতুন বরাদ্দ ৬.১৯ টাকা ও ১০০ গ্রাম চাল শিশুদের জন্য ও নূন্যতম ৪৫০ ক্যালোরি শক্তি এবং ১২ গ্রাম প্রোটিন দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা। এছাড়াও ডাল ২০ গ্রাম, শাকসবজি ৫০ গ্রাম এবং তেল ৫ গ্রাম দেওয়ার কথা প্রাথমিক শিশুদের বলা আছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নতুন বরাদ্দ ৯.২৯ টাকা ও ১৫০ গ্রাম চাল এবং লক্ষ্যমাত্রা ৭০০ ক্যালোরি শক্তি ও ২০ গ্রাম প্রোটিন প্রত্যেকদিন। এছাড়াও উচ্চ প্রাথমিক শিশুদের জন্য ৩০ গ্রাম ডাল ৭৫ গ্রাম শাকসবজি ও ৭.৫ গ্রাম তেলের কথা বলা হয়েছিল ২০১৫ সালের মিড ডে মিলের নিয়ম অনুযায়ী। ২০১৫ সালের নিয়ম অনুযায়ী বলা আছে, কোন বিদ্যালয়ের পরপর ৩ দিন যদি কোন খাবার বাচ্চাদের না দেওয়া হয় বা মাসে ৫ দিন খাবার যদি না দেওয়া হয়, তাহলে রাজ্য সরকার কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী সাব্যস্ত করতে পারে।

মিড ডে মিলের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থা ভারতে শূন্য থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চা এবং তাদের মায়েদের জন্য চালু। ১৯৭৫ সাল থেকেই ব্যবস্থা শুরু হয়। ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সারা ভারত জুড়ে আছে। বার্ষিক প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকা বাজেটে চলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো অধিকাংশ টিকে আছে। যদিও সাধারণ সুবিধা গুলি যেমন ভালো বিল্ডিং, রান্নাঘর ও টয়লেট এবং হাইজিনিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। তবু শিশু এবং তাদের মায়েদের জন্য এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলি আশা কর্মীদের নিয়ে ভারতবর্ষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি মাইলস্টোন। প্রায় ১০ কোটি ১১ লক্ষ গর্ভবতী মহিলা এবং শিশু এই আইসিডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হন। কিন্তু বরাদ্দ কম হওয়ার জন্য এখানেও একটি ডিম আর নুন দিয়ে ফ্যান ভাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে থালাতে দেখা যায়। সপ্তাহে তিন দিন গোটা দিন বাকি তিন দিন অর্ধেক ডিম দেওয়া হয় যার বরাদ্দ দৈনিক ৭ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ৯ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

অন্যদিকে ২০০১ সালে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে চালু হওয়া এই মিড ডে প্রকল্প গ্রামীণ ভারতবর্ষে পুষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে তিনটি মডেলে মিড ডে মিল চলে। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি চালু সেটি হলো বিদ্যালয়ে রান্না করে খাবার দেওয়া, এই কাজের প্রায় ২৫ লক্ষ স্ব সহায়ক দলের কর্মী বিক্ষিপ্ত রোজগারের সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সহায়তায় অনেক জায়গাতে মিড ডে মিল হয়। আবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মিড ডে মিলের খাবার রান্না হয়ে বিদ্যালয় গুলিতে সরবরাহ হয়। গুজরাট থেকে শুরু হওয়া ক্ষুতিথি ভোজনক্ষ্ম অর্থাৎ নির্দিষ্ট তিথিতে বা নির্দিষ্ট দিনে কেউ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল স্পনসর করতে পারে। ২০২২ সাল থেকে নিম্ন প্রাথমিকের সমস্ত শিশুদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০২২ সালে মিড ডে মিলের বরাদ্দ ছিল ৫ টাকা ৪৫ পয়সা শিশুদের জন্য এবং ৮ টাকা ১৭ পয়সা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য। দু'বছর পর ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে নতুন বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যেখানে শিশুদের বরাদ্দ বেড়েছে ৭৪ পয়সা এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের বরাদ্দ বেড়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। যেখানে মূল্যবৃদ্ধি চূড়ান্ত পরিমাণে, বাজারে আগুন, একটি সাধারণ ডিমের দাম ৭ টাকা সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষত যেখানে ছাত্র সংখ্যা ১০০ এর কম, মিড ডে মিল চালানো প্রচন্ড সমস্যা দায়ক। বর্তমানে যদিও ৫০ কম, ৩০ এর কম ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে স্কুল চলছে মোট স্কুলের প্রায় ৪০ শতাংশ মত সেই বিদ্যালয় গুলিতে সঠিক পরিমাণে কোয়ালিটি মেনটেন করে মিড ডে মিল পরিচালনা করা, দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিভীষিকা। আবার এর উল্টো দিক আছে আমরা দেখছি বিশেষত উচ্চ বিদ্যালয় ও বড় প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে প্রধান শিক্ষকের সাথে সহ শিক্ষক শিক্ষিকাদের লড়াই, প্রকাশ্যে কারণ যাই হোক একটা অভিযোগ অন্তত উঠে আসে মিড ডে মিলে দুর্নীতি।

করোনা পরবর্তীকালে এবং তার আগের থেকেই বিদ্যালয়ে গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করার প্রবণতা বাড়ছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে কেন ছাত্র সংখ্যা কমছে সে বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু বাস্তবটা এটাই। এর মধ্যে শহরাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে মিড ডে মিল না খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এক অংশের মধ্যে, আবার গ্রামেও একটু মধ্যবিত্ত এলাকাতেও মিড ডে মিল না খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়াও আছে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক কারণ যদিও এই প্রকল্পটি সবচাইতে বেশি ভারতবর্ষে জাতি ও ধর্মের দূরত্ব ও অস্পৃশ্যতা দূর করতে সমর্থ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। আমরা প্রায়ই মিডিয়াতে মিড ডে মিলে কখনো টিকটিকি, কখনো মিড ডে মিল খেয়ে ছাত্রছাত্রী অসুস্থ, কখনো ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর অভিযোগ পাই। একটু খতিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো, এই অভিযোগগুলো যে সব ক্ষেত্রে সঠিক তা নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাধ্য হন ছাত্রসংখ্যা বেশি দেখাতে এই প্রকল্পটি বাজার মূল্য অনুযায়ী চালিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মুখে মোটামুটি খাওয়ার মত আহার তুলে দেওয়ার জন্য। তবে মিড ডে মিলের আর্থিক কুপ্রভাব বড় বিদ্যালয় গুলিতে অপরিসীম। বর্তমান সময়ে আমরা প্রায়ই দেখি বেশিরভাগ উচ্চ বা বড় প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে নিজেদের নূনতম পেশাগত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে নিজেদের মধ্যেকার বিক্ষোভ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এবং কিছু ক্ষেত্রে শাস্তির নজির সামনে এসেছে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে বাকিদের গালিগালাজ থেকে শুরু করে মারধোর, শ্লীলতাহানি সমস্ত ধরনের অভিযোগ উঠে আসে এই ঘটনা গুলিতে। প্রকাশ্যে যে কারণে উঠে আসুক না কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারণ কিন্তু মিড ডে মিলের ফান্ড, হোস্টেলে খাওয়ানোর ফান্ডের অপব্যবহার নিয়ে বাকিদের সন্দেহ যারা দায়িত্বে আছেন তাদের প্রতি। অভিযোগ যে একবার মিথ্যা সেরকম নয়, অনেক স্কুলের দায়িত্ব যারা নেই সেই অংশ, গ্রামবাসী ও স্কুল ম্যানেজমেন্টের সাহায্য মিড ডে মিল ফান্ডের নিয়ে বিরোধিতা করে দায়িত্ব প্রাপ্ত দের জেল যাত্রাও করিয়েছে। আবার চাল বিক্রি করতে যে হাতেনাতে ধরা পড়েছে বহু দায়িত্ব প্রাপ্ত। উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত দের একাংশের অনিহার জন্য মিড ডে মিলের তরকারি এবং খাবারের গুনমান নিয়ে ওটা অভিযোগ অনেকাংশে সত্যি। নজরদারির অভাবের সুযোগ নিয়ে এবং বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ার সুবিধা নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তরা ছড়ি ঘোরাচ্ছে এবং আয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির অভিযোগ আসছে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক নেতাদের মতো। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের যুগে ভাইরাল হচ্ছে ঘটনাগুলি সারা রাজ্য দেশজুড়ে। আবার যেগুলো ভাইরাল হচ্ছেনা সেগুলো হচ্ছে কম ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় গুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্তরা অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে সেদ্ধ করে নিয়ে আসছেন, যাতে গ্যাসের খরচ কিছুটা হলেও সাশ্রয় হয়। গত দু'বছর ধরে চলা সময় কালে সত্যিই যে হারে দ্রব্যমূল্যের ভিত্তি ঘটেছে, তাতে ৫০ এর কম শিক্ষার্থীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুলির জন্য প্রত্যেকদিন দুপুরবেলায় রান্না করে খাওয়ানোটাই একটা জাদু। আবার বড় বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও যেসব জায়গাতে অভিযোগ উঠেছে সেখানে কিছুটা হলেও এই জাদু অন্যদিকে কাজ করেছে।

মিড ডে মিলের জন্য বিগত দিনে স্কুলছুটের সংখ্যা অবশ্যই কমেছে। এই প্রকল্পটি একটি ঐতিহাসিক প্রকল্প, যা সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ল্যান্ডমার্ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু তথ্য-যাত্রী শুধুমাত্র মিড ডে মিলের জন্যই নিয়মিত বিদ্যালয় আসে। বিশ্বজুড়ে হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারতের স্থান যেখানেই হোক না কেন, পেট ভরে দুটি ভাত খেতে পাই এই মিড ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্পের জন্য কোটি কোটি শিশু ও মা,এই কথা অনস্বীকার্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং অস্পৃশ্যতা দূর করতেও এই প্রকল্প সাফল্য অর্জন করেছে।

সবিশেষে আরেক টি বৈষম্যের কথা না বললেই নয়, সেটা হলো প্রতি ছাত্র কিছু বরাদ্দ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে ফারাক প্রায় ৩ টাকা। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতেই এই ৫০ এর কম বা ১০০ কম ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে চলা বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বাধিক। এই রক্তাল্পতায় চলা বিদ্যালয় গুলিতে এই অতিরিক্ত বরাদ্দ পেলে তাদের সুষ্ঠ ভাবে মিড ডে মিল করতে কাজে লাগবে। স্থানীয় স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেকে সরকারের তরফ থেকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত, যাতে তারা বাজার দর দেখে হয় বিদ্যালয়গুলির জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে জ্বালানি খরচ বা এক কালিন টাকা অর্থ সাহায্য করা, অন্যথায় দরকার কমিউনিটি কিচেন করে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ করা। একটু খোঁজ নিলেই দেখতে পাব মিড ডে মিল সবচেয়ে ভালো ভাবে সম্পন্ন হয় ও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক স্তরেই। তাই এই বরাদ্দের বৈষম্য অবিলম্বে দূর করা দরকার। আবার বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে দুজন শিক্ষক থাকায় মিড ডে মিলের নজরদারির ও আয়োজনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত দের ব্যস্ত থাকতে হয়, তাতে কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় পড়াশোনা। তাই এই সব কিছু আলোচনার পর মনে হয় নিম্ন প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বাচ্চাদের সুষম খাবার সরবরাহ করার জন্য কমিউনিটি কিচেন আগামী দিনের একমাত্র সঠিক পথ।

আনন্দকথা

আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আসেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেশ, মাস্টার, বলরাম ইহারাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে — ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যান। বাবুরা সবে দু-একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — তোমার পূজার ছুটি হয়েছে?

মণি — আজ্ঞা হ্যাঁ। আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বল কি গো!

মণি — দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি বল দেখি।

মণি — কেশব সেনের বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়, — দশটা-এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময় তিনি দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললে, যদি মাকে পাওয়া যায় — যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয়মন্দিরে আনতে পারে — তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, আপনি আসেন।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এসবিআই নতুনহাট শাখা (১২৩৮৮)
গ্রাম এবং পোস্ট নতুনহাট, জেলা বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১৪৭, ফোন: ৩৪৫৩২৬৬২৫৫

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই নতুনহাট শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ৮৪.৬০ নিট ওজন ৭৩.০০	২টি চুড়ি, ২টি পলার পাত ৫টি হার

তারিখ: ৫.১২.২০২৪
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই নতুনহাট

সংশোধনী বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারনবশত পূর্বে প্রকাশিত বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি যথা স্মারক নং-03 / Mridadpur / Elec তারিখ -৩০/১১/২০২৪-কে **বাতিল ঘোষনা করে একটি "সংশোধনী বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি" প্রকাশ করা হল।** এতদ্বারা মৃদাদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য ও সদস্যা গণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী ০৯/০১/২০২৫ (বৃহস্পতিবার) আমিরাবাদ হাই মাদ্রাসা-এর গৃহে বেলা **১১.০০ ঘটিকা থেকে ৩.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত উক্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলী গঠনের জন্য ১২ জন (যাহার মধ্যে অসংরক্ষিত ১ জন, মহিলা ২, SC/ST ১ জন) প্রতিনিধির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকার সকল সদস্য/সদস্যা গনকে অনুরোধ করা হইতেছে।
খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহন ১৮/১২/২৪ - ১৯/১২/২৪ এবং নিস্পত্তিকরণ ২০/১২/২০২৪, সমিতির অফিসে। চূড়ান্তনির্বাচক তালিকা প্রকাশ ২০/১২/২০২৪, দুপুর ১২০০টা, সমিতির নোটিশ বোর্ড।

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৬/১২/২০২৪	বেলা ১১.০০ টা	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার
২.	খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহণ	১৮/১২/২০২৪ ও ১৯/১২/২০২৪	দুপুর ১২.০০ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	ম্যানেজার
৩.	নিস্পত্তিকরণ	২০/১২/২০২৪	দুপুর ১২.০০ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৪.	চুড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ	২০/১২/২০২৪	নিস্পত্তিকরণের পরে	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিতরণ	২৮/১২/২০২৪ ও ৩০/১২/২০২৪	দুপুর ১২.০০ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার
৬.	প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল	৩১/১২/২০২৪ ও ০২/০১/২০২৫	দুপুর ১২.০০ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও/ সমিতির ম্যানেজার
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	০৩/০১/২০২৫	বেলা ১১.০০ টা	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৮.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৪/০১/২০২৫	দুপুর ১২.০০ টা হইতে বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৯.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৪/০১/২০২৫	বেলা ২.০০ টার পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১০.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	০৪/০১/২০২৫	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১১.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	০৯/০১/২০২৫	বেলা ১১.০০ টা হইতে বেলা ৩.০০ টা পর্যন্ত	আমিরাবাদ হাই মাদ্রাসা	এ.আর.ও
১২.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	০৯/০১/২০২৫	ভোট গ্রহনের পর	আমিরাবাদ হাই মাদ্রাসা	এ.আর.ও

বিঃদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র, সমিতির পাশবহি, অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোটদান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সহকারী রিটানিং অফিসার,
মৃদাদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

এসবিআই সালকিয়া শাখা (০১৪১৪)
৬১, অরবিন্দ রোড, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: sbi.01414@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সঞ্জয় সোনকার, যিনি **এসবিআই সালকিয়া শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **(১১.১২.২০২৪) বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(১২.১২.২০২৪)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সঞ্জয় সোনকার

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১১.৮৬০ নিট ওজন ৮.১০০	২টি চুড়ি (১টি ভাঙ্গা)
২.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৪২.৫৩০ নিট ওজন ২৮.৫০০	১টি চেন, ১টি মঙ্গল সূত্র, ২টি পাসা
৩.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১০.৬২০ নিট ওজন ৭.৯০০	৩টি আংটি
৪.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১১.৬৭০ নিট ওজন ৫.৭০০	১টি নথ, ১টি টিকুলি
৫.	১২.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১.৬৪০ নিট ওজন ১.২০০	২টি পাসা

তারিখ: ০৫.১২.২০২৪
স্থান: সালকিয়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তিন মাস বেতন হয়নি অস্থায়ী পুর কর্মচারীর
বিদ্যুৎ বিল মেটাতে না পারায় লাইন কাটে দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুরসভার বিদ্যুৎ বিভাগে কাজ করেন। শহর আলো করে রাখেন। তাঁর বাড়িই অন্ধকার! তিন মাস বেতন পাননি। বিদ্যুতের বিল মেটাতে না পারায় লাইন কেটে দিয়ে যায় বিদ্যুৎ দপ্তর। যে সময় এই ঘটনা তখন ওই ব্যক্তির সহকর্মীরা বকেয়া বেতনের দাবিতে পুরসভার গেটে আন্দোলন করছেন। তবে দেবাশিসের বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়েছে শুনে সহকর্মীরা গামছা পেতে চাঁদা তোলা শুরু করেন। দশ কুড়ি টাকা করে অনেকেই দিয়ে গেলেন। যা নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে গিয়ে বিল মেটান দেবাশিস।

নিজেদেরই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। দীর্ঘ তিন মাস বেতন হয়নি হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী পুর কর্মচারীদের। তবু সহকর্মীদের পাশে দুর্দিনে তাঁরাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার বিদ্যুৎ দপ্তরের অস্থায়ী কর্মচারী দেবাশিস চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ির তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল মেটাতে না পারায় বিদ্যুৎ সংযোগ

কেটে দিয়ে যায় বিদ্যুৎ দপ্তর। দেবাশিস বিষয়টি জানান তাঁর সহকর্মীদের। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সহকর্মীরা। সকলের সাধ্যমতো অর্থ সহযোগিতা করে তাঁর বিলের অর্থ তুলে দেন সহকর্মীর হাতে।

পুর কর্মচারী সংগঠনের নেতা অসীম অধিকারী বলেন, 'আমাদের এক সহকর্মী বিদ্যুৎ দপ্তরেই কাজ করেন। বিল মেটাতে পারেননি বলে তার লাইন কেটে দিয়ে যায়। আমরা সাহায্য করেছি। কিন্তু পুরসভা তিন মাস বেতন দেয়নি। কী করে চলবে সবারই এক অবস্থা।' দেবাশিস সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'পুরসভার বেতন পাইনি। একটা ভাড়ার টোটো চালাই সংসার চালাতে। পাঁচ হাজার ছ'শো টাকা বিদ্যুতের বিল এসেছে। দিতে পারিনি তাই লাইন কেটে দিয়েছে। আমার ছেলের পরীক্ষা চলছে। ঘর অন্ধকার থাকবে। সহকর্মীদের বললাম ওরা সবাই সাহায্য করেছে।'

অন্যদিকে বেতন না হওয়ায় জল আলো ছাড়া অন্য পরিষেবা বন্ধ রেখেছে চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। ফলে শহরে জঞ্জালের স্তূপ জমছে। নর্দমা-নিকাশি-জঞ্জাল সাফাই বন্ধ থাকায় শহরে দূষণ বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সমস্যা মেটানোর জন্য দু' সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছে। পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, 'নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটা বন্ধ রেখে আন্দোলন করলে মানুষ ভালো ভাবে নেবে না। বেতনের সমস্যা আছে। কেন্দ্র সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা দিচ্ছে না।'

আবাসের তালিকায় নাম কাটতে বিডিওর কাছে আবেদন প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আবাস নিয়ে যখন বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে ঠিক তখনই অন্য ছবি দেখা গেল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বিজেপি পরিচালিত বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতে। আবাসের তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তি তথা বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রানু মাহাত নিজেই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন বিডিওর কাছে।

বুধবার বিকেল রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রানু মাহাত। তিনি জানান, সে সত্যিকারের গরিব। তাঁর বাড়ি পাওয়া সঠিক। তাই তিনি প্রধান হওয়ার আগেই বাড়ির জন্য আবেদন করেছিল। সেইমতো তাঁর নামে আবাসের তালিকায় নাম আসে। কিন্তু তার মধ্যে তিনি বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন।

তবে তিনি জানান, প্রধান হলেও তাঁর এখনও বাড়ি পাওয়ার জন্য যোগ্য। কিন্তু তিনি প্রধান পদে থেকে দেখেছেন এলাকার অনেক যোগ্য ব্যক্তি তার থেকেও গরিব অসহায় কেউ কেউ ত্রিপল টাঙিয়েও বসবাস করছেন। তাই আগে ওরা যাতে আবাস যোজনায় বাড়ি পায় তার জন্যই তার এই পদক্ষেপ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পাড়া মণ্ডল ২ এর সভাপতি দীনবন্ধু চক্রবর্তী, পাড়া বিধানসভার কনভেনার শীতল নাগ সহ অন্যান্যরা।

আন্তর্জাতিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উস্থি: গ্রামীণ এলাকার শিশু কিশোরদের মধ্যে চিত্র শিল্প ও লোকসংগীত নিয়ে আগ্রহ বাড়াতে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার খাঁপুর গ্রামের একটি ধান জমির পাশে আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করে 'রসমতী' শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংগঠন। সম্পূর্ণ গ্রামীণ আবহে কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন চেক রিপাবলিকের বিশিষ্ট গায়িকা ও চিত্রশিল্পী মিল্লি জানাৎকোভা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাউল শিল্পী মহাদেব সরদার ও সমীর মাঝি। প্রায় ৩০ জন তরুণ চিত্রশিল্পী অংশনেন

এদিনের কর্মশালায়। আয়োজক সংস্থার নির্দেশক সারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বছর জুড়ে আমরা শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করি। এবার আমরা একেবারে গ্রামীণ পরিবেশে কর্মশালার আয়োজন করা

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে বৈঠকে বালুরঘাটের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জেলার রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাট থেকে গৌহাটি ও বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু দুটি দূরপাল্লার ট্রেন চালু করার দাবিপত্র রেলমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি, বালুরঘাট থেকে একলাখী পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইনকে ডাবল লাইন করা, বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা, গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা ইত্যাদি নানা দাবি তিনি রেলমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। পাশাপাশি রেল উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা আহ্বান করেন তিনি।

এ বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আমার আলোচনা হয়েছে। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের যে সমস্ত রেলের কাজগুলো আটকে রয়েছে সেগুলো নিয়ে কথা

হয়েছে। পাশাপাশি বালুরঘাট থেকে নতুন ট্রেন চালুর বিষয়ে কথা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে কিভাবে রেলের আরো উন্নয়ন করা যায় সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ইটভাটার ট্রলি চাপা পড়ে মৃত ১, গুরুতর জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইটভাটার ইট ও মাটি বহনকারী ট্রলি গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। আহত আরও দুই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম শামসুদ্দিন মোল্লা। গুরুতর আহত ইমরান মোল্লা ও বাবুর আলি মোল্লা। আহতরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় মিনাখাঁ ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁর চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর গ্রামে। সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত্রিবেলা কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ট্রলি গাড়ির উল্টে পড়ে রাস্তার ধারে একটি নয়নজুলিতে। সেই গাড়িতে চালক-সহ আরো একজন ছিলেন। এই ঘটনায় রাস্তার পাশে বসে থাকা ওই যুবক ট্রলি গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত দুজন গাড়ির চালক খালাসি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. (Karur Vysya Bank — Smart way to bank)
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৭.০৯.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী দেবাশিস গুহ (ঋণগ্রহীতা)** উত্তর ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, পো. ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (জামিনদাতা)** ডি সি নিয়োগী রোড উত্তর, ঘোষপাড়া, বালি, জগাছা, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১০,২৫,০৭০.২৭ টাকা (দশ লাখ পঁচিশ হাজার সত্তর টাকা এবং সাতাশ পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৮ নভেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১০,২৫,০৭০.২৭ টাকা (দশ লাখ পঁচিশ হাজার সত্তর টাকা এবং সাতাশ পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৪৫২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি অবস্থিত জি-২ তলা ভবনের একতলায় (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) এবং গ্যারেজ নং : জি-৫ একতলায় জি-৩ তলা ভবনে, পরিচিত "ব্রিজ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট" নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ কাঠা ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ১৭৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৭৭০, আরএস দাগ নং ৯৬৬০-৯৬৬২, ৯৭৮২, ৯৬৫৮, হেল্ডিং নং ১১, জি টি রোড, থানা এবং পো : বালি, পূর্বতন ওয়ার্ড নং ০১, বালি পুরসভা অধীন, বর্তমানে এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৫১অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২০১, **শ্রী দেবাশিস গুহ** এর নামে। চৌহদ্দি নিম্নরূপ:
উত্তরে : ৪০/১, ডা. এ এন পাল রোড — দক্ষিণে : জি টি রোড (জোন বালি খাল থেকে বালি বাজার)।
পূর্বে : ১২, ওল্ড জি টি রোড — পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া ডা. এ এন পাল রোড।

স্থান: ঘোষপাড়া
তারিখ : ২৮.১১.২০২৪
অনুমোদিত অফিসার, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27100WB2010PLC144409
রেজিঃ অফিস : ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানীর বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪
ই-মেল: investor.relations@mcmil.in; ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

৩য় অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে **মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') এর সদস্যদের ৩য় অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইওজিএম অথবা সভা) বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ইওজিএম-এর নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসা(গুলি) লেনদেনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া "সেবি" (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের ('অ্যাক্ট') বিধানগুলির অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সম্মতিতে ইওজিএম আহ্বান করা হবে, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশন') এবং সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২০/২০২০, নং ০২/২০২১, ১৯/২০২১, ০২/২০২২, নং ১০/২০২২ নং ০৯/২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ সহ পড়ুন তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ যথাক্রমে (এমসিএ সার্কুলার হিসেবে যৌথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত এবং তৎসহ সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/ 2022/62, SEBI/HO/CFD/POD2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 এবং SEBI/HO/CFD/ CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি ২০২৩, ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর ২০২৪ যথাক্রমে (এরপরে, সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) জারিকৃত।
উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ইওজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') অর্থাৎ মাহেশ্বরি ডাটামেটিকস প্রা. লি. বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীগণের কাছে নিবনদ্ধিত)। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলিতেও উপলব্ধ করা হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং যথাক্রমে **www.evoting.nsdl.com** ওয়েবসাইটে এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)।

দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

- আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, সংশোধিত হিসাবে, এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের সাথে পড়ুন ভারতের, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৩য় ইওজিএম-এ বিবেচনা করার প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট।
- দূরবর্তী ই-ভোটিং উইন্ডো খুলবে **০৯.০০টায় (আইএসটি) সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ এবং ০৫.০০টায় (আইএসটি) বন্ধ বুধবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির সদস্যরা শেয়ার ধারণ করেন ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ ডেটে (রেকর্ড ডেট)**, অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪** ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে, **বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪**-এর কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী। সদস্য যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু আবার সভায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে ইওজিএম এর নোটিশের সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত। যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং ইওজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে এবং তারিখে (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ **বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪** তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি এনএসডিএল-কে **evoting@nsdl.co.in** বা **mdpldc@yahoo.com** লিখতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যে এনএসডিএল -এর সাথে নিবন্ধিত সদস্যরা অবশ্য এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনো প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা কল করুন টোল ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.co.in** এ একটি অনুরোধ পাঠান বা নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করুন :
  - (ক) শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, "এ" উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩ টেলিফোন নম্বরে ০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ বা ই-মেইল আইডিতে **pallavid@nsdl.co.in, evoting@nsdl.co.in**
  - (খ) শ্রীমতি শ্রুতি আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, মানকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলিফোন নম্বরে ০৩৩-২২৪৩৫০৫৩ বা ই-মেইল করুন **investor.relations@mcmil.in**।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম এ যোগদানকারী সদস্যদের জন্য নির্দেশাবলী

- এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সদস্যদের ইওজিএম-এ অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা তাদের দূরবর্তী ই-ভোটিং লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/মেম্বার লগইন-এর অধীনে **www.evoting.nsdl.com/**-এ অ্যাক্সেস করতে পারেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইওজিএম-এ অংশগ্রহণের বিস্তারিত পদ্ধতি ইওজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ভোটের ফলাফল ৩য় ইওজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির দ্বারা ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এর কাছে পাঠানো হবে। স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.manaksiacoatedmetals.com** এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com** অবিলম্বে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
শ্রুতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১২১২৪

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ ডিসেম্বর ২০২৪

ইউকো ব্যাঙ্ক (UCO BANK), জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

স্বর্ণ অলংকার নিলামের জন্য নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কলকাতা জোনের অধীনস্থ শাখাগুলি ২০.১২.২০২৪ তারিখে যথাক্রমে দুপুর ১২টায় নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণ অনুযায়ী খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের বন্ধকীকৃত সোনা নিলাম করতে চলেছে।

নিলামের স্থান : ইউকো ব্যাঙ্ক, কালীঘাট শাখা, ৩৪ কালী টেম্পল রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬

ক্রম নং	শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বর্ণ অলংকারের মোট ওজন	নিট ওজন	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)
১.	কালীঘাট	পূরবী দে	৬৭.৭০০ গ্রাম	৫৬.০০ গ্রাম	৩,৪৬,৫০০/-	৮৬,৬২৫/- (সংরক্ষিত মূল্যের ২৫ শতাংশ)

১) ব্যাঙ্ক গহনা/মুদ্রার ওজন বা বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দেয় না, এর সোনার সামগ্রী বা অন্যথায়।
২) জুয়েলটি ব্যাঙ্কের যেকোনো কর্মদিবসে ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে ইচ্ছুক দরদাতাদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ।
৩) ইচ্ছুক দরদাতা / ক্রয়কারী উপরে দেওয়া হিসাবে একটি বায়না অর্থ জমা করতে হবে।
৪) সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বা পরবর্তী কার্যদিবসে বাকী পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য গহনাটি হস্তান্তর করা হবে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক সময়ে।
৫) সফল ডাকদাতা সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে এবং অলঙ্কার সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পুনরায় বিক্রি হবে। যদি সংশ্লিষ্ট অর্থ কম পড়ে বা বায়না জমার অতিরিক্তে তা ডাকদাতার কাছ থেকে আদায় করা হবে যে সফলভাবে পূর্বের নিলামে ডাক দিয়েছিল কিন্তু অলঙ্কার সংশ্লিষ্ট আর্থিক আদায়দানের পরিবর্তে গ্রহণ করেনি।
৬) অসফল দরদাতা নিলাম শেষ হওয়ার পরপরই বায়নার অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে।
৭) ব্যাঙ্কের পক্ষে কোনও কারণ ব্যতিরেকে যে কোনও পর্যায়ে নিলাম বন্ধ করা বৈধ হবে যে ক্ষেত্রে বায়না অর্থ যে আমানত করে তাকে ফেরত দেওয়া হবে।
৮) নিলামের মাধ্যমে গহনা কেনার প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে ব্যাঙ্ক সর্বোচ্চ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।
সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের এতদ্বারা ১৯.১২.২০২৪ তারিখের মধ্যে দুপুর ১২টা থেকে দুপুর থেকে ১টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের কাছে বায়নার অর্থ সহ দর জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং এই নির্ধারিত সময়ের পরে জমা দেওয়া কোনো দর ব্যাংক গ্রহণ করবে না।

তারিখ : ০৫.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. (Karur Vysya Bank — Smart way to bank)
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮.০৭.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স জয়রাম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বা - শ্রীমতী মিনতি গুহ, উত্তর ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, পো. ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী দেবাশিস গুহ (জামিনদাতা)** উত্তর ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, পো. ঘোষপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৫৪,৫১,৪৫৬.১৭ টাকা (চুয়ান্ন লাখ একান্ন হাজার চারশ ছাপান্ন টাকা এবং সতের পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **২৮ নভেম্বর ২০২৪** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৫৪,৫১,৪৫৬.১৭ টাকা (চুয়ান্ন লাখ একান্ন হাজার চারশ ছাপান্ন টাকা এবং সতের পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তপশিল - ক

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ৯৩৩ বর্গফুট অর্থাৎ ২/৩ অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অংশ ১৪০০ বর্গফুট কমবেশি সহ জি-২ বসবাসের ভবনে অবস্থিত জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬৯৬২, আরএস খতিয়ান নং ৩৭৫, এলআর দাগ নং ২৩৭৫৮, উত্তর ঘোষপাড়া, মৌজা : বালি : পো : ঘোষপাড়া, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি) গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২২৭। বসবাসের ভবন শ্রীমতি মিনতি গুহ এর নামে এবং চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ফনীন্দ্র নাথ দাসের সম্পত্তি — দক্ষিণে : সমীর কুমার গুহ এর সম্পত্তি
পূর্বে : ১২ ফুট পঞ্চায়েত চলার পথ — পশ্চিমে : চিত্তরঞ্জন পালের সম্পত্তি।

তপশিল - খ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৪৫২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি অবস্থিত জি-২ তলা ভবনের একতলায় (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) এবং গ্যারাজ নং জি-৫ একতলায় জি-৩ তলা ভবনে সাধারণভাবে "ব্রিজ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট" নামে পরিচিত, জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ কাঠা ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ১৭৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৭৭০, এলআর দাগ নং ৯৬৬০-৯৬৬২, ৯৭৮২, ৯৬৫৮ হোল্ডিং নং ১১, জি টি রোড, থানা এবং পো : বালি, ওয়ার্ড নং ০১, বালি পুরসভা অধীন, বর্তমান এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৫১, জেলা : হাওড়া, পিনকোড : ৭১১২০১। শ্রী দেবাশিস গুহ এর নামে এবং চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ৪০/১ ডা. এ এন পাল রোড — দক্ষিণে : জি টি রোড (জোন বালি খাল থেকে বালি বাজার)
পূর্বে : ১২ ওল্ড জি টি রোড — পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া ডা. এ এন পাল রোড।

স্থান: ঘোষপাড়া
তারিখ : ২৮.১১.২০২৪
অনুমোদিত অফিসার, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (Indian Bank)
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০ ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট IV-A
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২৪.১২.২০২৪ **তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রীমতি প্রিয়া দাস (ঋণগ্রহীতা)**, স্বামী অমিত শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ,সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট,প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৪৬, এবং **শ্রী অমিত শর্মা (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা শ্রী যুগল কিশোর শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ,সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট,প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২২৪৬। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং এ, ৫মতলে, ভবনের নাম "সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট" অবস্থিত মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, সিএস খতিয়ান নং ১২৩, আরএস দাগ নং ৩১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৩, এলআর দাগ নং ৯৬৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮১৮, ১২, স্টেশন রোড অধীন, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৩৯৫-২০১৯ সালের, তারিখ ০১.০২.২০১৯, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৫৬০৪ থেকে ১৫৬৪৪, প্রিয়া দাস এবং অমিত শর্মার নামে।	১৯,৭৮,২৬৪.০০ (উনিশ লাখ আটাত্তর হাজার দুশো চৌষট্টি টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৪.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৫.১২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,০০,০০০ টাকা (আঠার লাখ টাকা) খ) ১,৮০,০০০ টাকা (এক লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50463739361 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তির ফটো	যোগাযোগের ব্যক্তি
			১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. বিশ্বজিৎ বৈদ্য, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮৪৭৩৮২৯৯৫২)

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১২.২০২৪, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৪.১২.২০২৪ স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কাটমানি দিয়েও মেলেনি পাকাঘর, টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে আক্রান্ত উপভোক্তা

অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত সদস্যার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাকা ঘর পাওয়ার তালিকায় নাম তোলার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তিরিশ হাজার টাকা নিয়েছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই আবাসের তালিকায় নাম না থাকায় টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে এক উপভোক্তাকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ওই উপভোক্তা চিকিৎসাধীন রয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। পুরো বিষয়টি নিয়ে আহতের স্ত্রী অনিতা কুমারী সাহা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় হামলাকারী পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা, তার স্বামী আনন্দ সাহা, ছেলে প্রেম কুমার সাহা সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে আহতের নাম দুর্গা প্রসাদ সাহা (৫২)। আক্রান্তের স্ত্রী অনিতা কুমারী সাহার অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা আবাস প্রকল্পে ঘরের টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। গত দেড় মাস আগে ওই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী আনন্দ সাহা তার স্বামী দুর্গাপ্রসাদ সাহার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন। চলতি মাসে ঘরের তালিকাতে দেখতে পান তাদের নাম নেই। এদিন দুর্গাপ্রসাদ সাহা টাকা ফেরত চাইতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যা, তার স্বামী এবং ছেলে মিলে চড়াও হয় দুর্গাপ্রসাদের ওপর। চলে বেধড়ক মারধর। এমনকি শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। এই মুহূর্তে দুর্গা প্রসাদ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহার দাবি, এদিন তিনি একটি বৈঠকে ছিলেন। তবে তিনি ও তার পরিবার কোনো টাকা নেন নি। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।

তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণের

ঘটনাস্থলে পূর্ত দপ্তর ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পূর্ত দপ্তর ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। গত ২২ নভেম্বর বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল বাগদা পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত সরদার বাগদা কৃষক বাজারের সামনে পিডব্লিউডির জায়গা ও নদী ভরাট করে অবৈধভাবে নির্মাণ করেছেন। এদিন বাগদা বনগাঁ সড়কের বাগদা কৃষক বাজারের সামনে অবরোধও করেছিলেন তারা। বিজেপির পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার বাগদা কৃষক বাজারের সামনের জায়গা পরিমাপ করল ভূমি রাজস্ব ও পিডব্লিউডির আধিকারিকেরা। পিডব্লিউডি সূত্রের খবর, জমি মাপ ঝোক করে তারা দেখতে পেয়েছেন পূর্ত দপ্তরের জায়গায় এই নির্মাণ হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক নির্মাণের ছবি তোলেন মোবাইলে। পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন তারা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেবে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে এই দিন বাগদা পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জিত সরদার দাবি করেছেন এই নির্মাণের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এলাকার কয়েকজন বেকার যুবক ওখানে দোকান করে তাদের পেট চালাচ্ছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। তিনি তৃণমূলের আদিবাসী প্রধান বলেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে। অন্যদিকে অভিযোগকারী বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গোয়ালী দাবি করেছেন বুধবার প্রশাসনিক কর্তারা তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে এসেছেন, এটা তাদের নৈতিক জয়। আমরা প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে আবেদন জানাব, প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই যাতে আগামীতে কেউ সরকারি জায়গার উপরে নজর না দিতে পারে।

বারাসাত আইএমএ এর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ডাক্তারদের সর্বভারতীয় সংগঠন আইএমএ এর বারাসাত শাখার চিকিৎসকেরা এবার আইএমএ পদাধিকারী চিকিৎসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। স্বচ্ছ এবং মানুষের সেবায় বারাসাতের আইএমএ শাখার কাজ করার জন্য ওই সংগঠনের সদস্য তথা চিকিৎসকদের একটি অংশ ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বর্তমান পরিচালন মণ্ডলী রাজ্য সরকারের নির্দেশ না মেনে ভ্যাকসিন কিনছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশের রোগী সম্পর্কে যে দাবি করেছেন তা খন্ডন করে তারা জানান, চিকিৎসকেরা শপথ নেন রোগীর চিকিৎসা করার। ডাক্তারদের উচিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া। সেখানে কোনও রোগী বাংলাদেশ বা অন্য কোনও দেশ থেকে আসছে তা দেখা ডাক্তারদের কাজ নয়। বুধবার বিকেলে বারাসাতে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই দাবি করেন বারাসাত আইএমএ এর চিকিৎসকদের একাংশ। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কৌশিক চৌধুরী, ডাঃ নিহারেন্দ্র ভূষণ কাঞ্জিলাল, ডাঃ সুকল্যাণ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন তারা বলেন, বারাসাত আইএমএ ভ্যাকসিন কেনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নির্দেশকে উপেক্ষা করে অনলাইন টেন্ডার ছাড়াই এক লক্ষ টাকার বেশি ভ্যাকসিন কিনছে। আর্থিক তছরুপ চলছে। প্রতিবাদ করলে শারীরিক নিগ্রহ, অপমান হতে হচ্ছে। দীর্ঘ বছর ধরে অযোগ্য ডাক্তারেরা জোর করে পদ আটকে রেখেছেন। ইলেকশন হচ্ছে না, সিলেকশনের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব চলছে। এই সংগঠন রাজ্যের মধ্যে একটি বড় সংগঠন। এখানে সদস্য সংখ্যা ৩৮৮ জন। তাদের মধ্যে ৬২ জন বাংলাদেশের থেকে পাশ করা চিকিৎসক। মূলত, অযোগ্য এবং যাদের সঙ্গে রোগীদের কোনও যোগাযোগ নেই তাদেরই একটি বড় অংশ এই সংগঠনের বেশিরভাগ দায়িত্বে আছেন। আমরা এর অবসান চাইছি। আমরা চাইছি স্বচ্ছ ও যোগ্য ডাক্তাররাই এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের দায়িত্বে আসুক এবং বারাসাত আইএমএ মানুষের জন্য রোগীদের জন্য সর্বোপরি ডাক্তারদের জন্য সুষ্ঠু পরিষেবা দিক। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য নীতি মেনে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করুক। আগামী ৮ ডিসেম্বর ভোট হবে, আমরা চাই সুস্থ ও স্বচ্ছ নির্বাচন হোক।

চিন্ময়কৃষ্ণর মুক্তির দাবিতে মিছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাংলাদেশে চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার ও বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে পানাগড়ে প্রতিবাদ মিছিল করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা।

এদিন পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় থেকে মিছিল শুরু করে পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে মিছিল পানাগড় বাজার প্রদক্ষিণ করে মিছিল শেষ হয় পানাগড় বাজারের কাঁকসা মোড়ে। সেখানে পথ সভা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আসানসোল জেলা প্রমুখ হরিশ কুমার মিশ্র বলেন, বাংলাদেশে বহু সনাতনী হিন্দু রয়েছে, যাদের ওপর নিত্যদিন অত্যাচার করা হচ্ছে। বহু মন্দির ভাঙার ঘটনার খবর আসছে। হিন্দুদের এক ধর্মগুরু চিন্ময়কৃষ্ণকে মিথ্যা অভিযোগে জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। নিত্যদিন তাঁর ওপর নানান অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আদালতে চিন্ময় প্রভুর হয়ে কোনও উকিল দাঁড়াতে গেলে সেখানকার অন্যান্য উকিলরা তাঁকে গণধোলাই দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন।

চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবিতে তাঁরা পথে নেমেছেন। ভারত সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন এই বিষয়টিকে নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিক, যাতে বাংলাদেশ সরকার চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি দেয় ও সনাতনীদের ওপর যাতে কোনও রকম অত্যাচার আর না হয়। না হলে ভারত ভেঙে যেমন বাংলাদেশ হয়েছে। তেমন আগামী দিনে বাংলাদেশ ভেঙে আর একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠন হবে।

একাধিক দাবি নিয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ আইসিডিএস কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দাবি মানতেই হবে, ডেপুটেশন দিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আরামবাগের আইসিডিএস কর্মীদের। বুধবার আইসিডিএস কর্মীরা একাধিক দাবি তুলে আরামবাগ মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘ বেশ কিছুদিন যাবত দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে একজোট হয়েছিলেন আরামবাগ মহকুমার আইসিডিএস কর্মীরা। সেই সমস্যা সমাধানে নির্দিষ্ট কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে বুধবার মহকুমা শাসককের নিকট দাবি জানায় তারা। বহুবার রাজ্যের আইসিডিএস কর্মীরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে পথ নেমেছেন। একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে এক সরকারি অফিস থেকে অন্য অফিসে ঘুরতেও দেখা গিয়েছে তাদের। বুধবার সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল আরামবাগে। সূত্রের খবর, বিগত বেশ কয়েকদিন ধরেই নির্দিষ্ট কিছু সমস্যা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন আরামবাগ মহকুমার আইসিডিএস কর্মী ও সহায়করা। একাধিক দাবিতে অনড় আইসিডিএস কর্মীরা সরকারি আধিকারিকের উদ্দেশে জমা করা ডেপুটেশনে আইসিডিএস কর্মীদের বেশ কিছু দাবি রয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রথম দাবিই হল, বাজার দর অনুযায়ী, ডিম এবং সবজির দাম বাড়ানো, বেতন বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা-সহ বিভিন্ন দাবি তোলে তারা। এছাড়াও নিজেদের একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে এদিন হাজির হন আইসিডিএসের মহিলারা। যেগুলির মধ্যে রয়েছে, প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে অনারিয়াম দিতে হবে, শূন্যপদ গুলিতে যত দ্রুত সম্ভব সহায়িকা নিয়োগ করতে হবে। প্রতিবছর আইসিডিএস কর্মীদের প্রোমোশন দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, আইসিডিএস কর্মীদের চোর অপবাদ দেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমকাজে সমবেতনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপরিউক্ত দাবিগুলি ছাড়াও এদিন ডেপুটেশনে কর্মীদের পেনশন চালু করার আর্জিও জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে ববিতা ঘোষ বলেন, প্রায় ১৪ দফা দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হল। যদি দাবি পূরণ না হয় তাহলে এই আন্দোলন চলবে।

আদিবাসীদের জমিদখল মুক্ত ও আবাসে বাড়ির দাবিতে বাম সংগঠনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একগুচ্ছ দাবিকে সামনে রেখে বুধবার কাঁকসার বিডিও অফিসে আবাস যোজনার বাড়ির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কয়েক হাজার মানুষ। এদিন কাঁকসার ডাকবাংলো থেকে মিছিল করে এসে কয়েক হাজার মানুষ তাঁদের আবেদন জমা দিতে গেলে, বিডিও অফিস থেকে তা নেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়ার পরেই বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন, যতক্ষন না কাঁকসার বিডিও তাঁদের আবেদনপত্র জমা নেবেন, ততক্ষণ তাঁদের বিক্ষোভ চলবে। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারির জেরে শেষমেশ আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। যাঁরা আবাস যোজনার বাড়ির প্রকৃত প্রাপক তাঁদের নাম তালিকায় নেই। অসহায় অবস্থায় ভাঙা বাড়িতেই অনেকে বসবাস করছেন। তাঁরা যাতে অবিলম্বে আবাস যোজনার বাড়ি পান সেই দাবি নিয়েই এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে বসেন বিভিন্ন বাম সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

সিপিএম নেতা বীরেশ্বর মণ্ডল জানিয়েছেন, এদিন প্রথমে তঁরা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন ও সাধারণ মানুষের আবেদন নিয়ে গেলে কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে তা জমা নিতে চাননি। এরপরেই তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন যতক্ষণ না সাধারণ মানুষের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে ততক্ষণ তাঁরা বিডিও অফিসের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখবেন। বীরেশ্বর মণ্ডল বলেন, এরপরেই কাঁকসার বিডিও সাধারণ মানুষের আবেদন জমা নেওয়ার কথা জানান। পাশাপাশি এদিন সরকারি জমি ব্যক্তিগত মালিকানা হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

তিনি বলেন, কাঁকসার রঘুনাথপুরে আদিবাসীদের সুবিধার জন্য যে সরকারি জমি রয়েছে সেখানে বেশ কিছুটা অংশ আউশগ্রামের তৃণমূলের এক নেতার নামে হয়ে গিয়েছে। দ্রুত সেই জমি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত সরকারি জমি যেগুলি ব্যক্তি মালিকানা হয়ে গিয়েছে পুনরায় সরকারি জমির রেকর্ড না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, কাঁকসা ব্লক প্রশাসন পুরোপুরি দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর পুরোপুরি ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও রঘুনাথপুরে সরকারি জমি তৃণমূল নেতার পরিবারের নামে হয়ে যাওয়ার খবর করার পর কাঁকসার বিডিওর রোষের মুখে পড়তে হয় কাঁকসার সাংবাদিকদের। এই বিষয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, এটাই স্বাভাবিক এখনও যে সমস্ত সাংবাদিকদের মনুষ্যত্ত রয়েছে, যাঁরা গরিব মানুষের কথা ভাবেন, গরিব মানুষের কথা তুলে ধরেন, যাঁরা ন্যায্য দাবিগুলিকে যখন তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, সেটা সহ্য করতে পারছেন না কাঁকসার বিডিও। তাই তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন তিনি। অজয় ও দামোদর থেকে বালি লুঠ হয়ে যাচ্ছে। বিডিও, বিএলআরও থেকে কালীঘাট একটা লুঠের চক্র চলছে। এই জিনিস বেশিদিন চলতে পারবে না।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বসুধায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ কাঁকসার বসুধায় পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওপর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে করে দুই বাইক আরোহী পানাগড় থেকে ইলামবাজারের দিকে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টেলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহী আব্দুল শহীদ ও মহম্মদ রাজা। কাঁকসা থানার পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে থেকে আব্দুল শহিদকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার জেরে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রেলার ও বাইকটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। জানা গিয়েছে, দু'জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। পানাগড়ে থেকে তারা ব্যবসা করতেন। ব্যবসার কাজেই তাঁরা রাস্তায় বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

আলু রপ্তানি পর্যবেক্ষণে ঝাড়গ্রামে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এই রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে আলু পাচারে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সীমান্ত এলাকাগুলো দিয়ে লরিতে করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা, ত্রিপুরা, অসম বিভিন্ন রাজ্যে আলু রপ্তানি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আলু ব্যবসায়ীরা হিমঘর থেকে আলু না বের করানোয় বাজারে জোগান কমে যায়। এর ফলে দাম বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এজন্য আপাতত এ রাজ্যের চাহিদা না মেটা পর্যন্ত অন্য রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। কোনও ভাবেই যাতে ভিনে রাজ্যে আলু পাচার না হয় সেজন্য সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। কলকাতা- মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঝাড়গ্রাম জেলার চিচিড়া চেকপোস্ট দিয়ে ওডিশা, ঝাড়খণ্ড সহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যাতে কোনও ভাবেই আলু পাচার না হয় সেজন্য চিচিড়া চেকপোস্টে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই নজরদারি পর্যবেক্ষণে বুধবার সকালে চিচিড়া চেকপোস্টে পৌঁছন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। আলু বোঝাই কোনও লরি যাতে এই জাতীয় সড়ক দিয়ে ভিন রাজ্যে না যেতে পারে সেজন্য তিনি ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনকে আরো সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দেন। ঝাড়খণ্ড সীমান্তের এই চেক পোস্টে কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে পর্যবেক্ষণে ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে বারাসাত পুলিশের কড়া পদক্ষেপ। গ্রেপ্তার তিন। গ্রেপ্তার বজরং দল এর তিন সদস্য আর্য দাস, সুবীর দাস ও রিপন চ্যাটার্জী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসাত রেল স্টেশন সংলগ্ন জনবহুল এলাকায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এঁকে তার ওপর দাঁড়িয়ে অবমাননা করছিল বজরং দলের সদস্যরা। আন্দোলনরত যুবকদের মধ্যে থেকে প্রথমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সংগঠন সদস্য বাপন বিশ্বাস জানান, বাংলাদেশে ভারতীয় পতাকা অবমাননার প্রতিশোধ নিতেই তারা এই ধরনের কর্মসূচি নিয়েছেন। তবে গ্রেপ্তার হওয়া তিন সহযোগীকে যদি পুলিশ না ছাড়ে তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। সম্প্রতি, ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী দূতাবাস ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৭ জন এবং সাসপেন্ড করা হয় তিন পুলিশ আধিকারিককে। তারপরেই নড়েচড়ে বসে দিল্লির সরকার এবং ত্রিপুরার রাজ্য সরকার। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় ত্রিপুরা আগরতলায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসে। নিরাপত্তার অভিযোগে বাংলাদেশ দূতাবাস বন্ধ করে দেন উপদেষ্টা সরকার। যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম থেকে এই বিষয়ে সচেতন ও কড়া মনোভাব দেখিয়েছে মমতা সরকার।

আবাস যোজনায় দুই গ্রামের কারও নাম না থাকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: আবাস যোজনায় দুই গ্রামের এক জন উপভোক্তার নাম ও নেই। আর এর ফলে জীবন হাতে করে দিন কাটাচ্ছে হাওড়ার শ্যামপুর দুই ব্লকের বেশ কয়েকটি পরিবার। অথচ তাদের বাড়ি পাওয়া উচিত ছিল বলে স্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত কর্তারা। জানা গিয়েছে, শ্যামপুর দুই ব্লকের ডিহিমণ্ডলঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চালিতাপাড়া ও অনন্তপুর (মধ্য)- এই দুটি গ্রামের এক জনেরও নাম নেই আবাস যোজনায়। তাহলে কি এই গ্রামে কোনও দরিদ্র মানুষ নেই? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে ভিন্ন চিত্র। অনেকে কোনও রকমে মাথার ওপর পলিথিন চাপিয়ে ও দিন কাটাচ্ছেন। ওই সব মানুষের অভিযোগ বেশ কয়েকবার বিডিওতে দরবার করা হয়েছে। দুয়ারে সরকারে দরখাস্ত করা হয়েছে। তবু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। এই দুই গ্রামের কেউই পায়নি ঘর। সম্প্রতি নতুন তালিকা বের হয়েছে। কিন্তু তাতে ও নাম নেই। কিন্তু কেন? জানা গিয়েছে, ২০১৮-১৯ সালে যে সার্ভে হয়েছিল তাতে এই সব পরিবারের সার্ভে হয়। ছবি তুলে নিয়ে ও যায়। পরে লিস্ট বের হলে দেখা যায় ঘরের জন্য কারো নাম নেই। শুরু হয়েছিল ক্ষোভ। পরবর্তী সময়ে সেই ক্ষোভ জোড়াতালি দিয়ে সামাল দিয়েছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। এরপর একাধিকার ওই এলাকায় সরকারি আধিকারিকরা যান। কিন্তু নিট ফল শূন্য। তাই হতাশ এলাকার বাসিন্দারা। হতাশ পঞ্চায়েত কর্তারা ও। কিন্তু কেন এমন হল? জানা গিয়েছে আবাস যোজনার পোর্টাল থেকে এই দুই এলাকার নাম উধাও হয়ে গিয়েছে এক অজ্ঞাত কারণে। সেই পোর্টাল কেন্দ্র সরকার বন্ধ রাখায় আর নতুন করে নাম তোলা যায়নি। আর এ ক্ষেত্রে কর্তব্যের গাফিলতির কথা তুলেছে অনেকেই। তাই পোর্টাল খোলার দিকে তাকিয়ে এই দুই গ্রামের হত দরিদ্র বেশ কিছু মানুষ। এদিকে কেন নাম নেই -সে বিষয়ে শ্যামপুর ২ ব্লকের বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার জানান, 'এখন আপাতত কিছু করার নেই। গ্লাস তৈরি বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রথম যখন সার্ভে হয় তখনই সমস্যা হয়েছে। অন্যদিকে বিষয়টি সাইবার ক্রাইম বলে অভিহিত করে তদন্তে দাবি করেছে বিরোধীরাও। শ্যামপুর দুই ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার রহমান খান জানান, পোর্টাল থেকে যদি নাম উড়ে যায় তা সাইবার ক্রাইম। এর তদন্ত হওয়া দরকার।'

এক মেসেজে 'পুর' সমস্যার সমাধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার থেকে বাঁকুড়া পুরসভার অন্তর্গত সাধারণ মানুষদের সমস্যার সমাধান হবে এক মেসেজে। আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন হল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, খুশি বাঁকুড়া শহরবাসী।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সাধারণ মানুষদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান করার জন্য দলীয় নেতৃত্বদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এবার বাঁকুড়া পুরসভার অন্তর্গত সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে পুরপ্রধানকে অভিযোগ জানানো আরও সহজ হয়ে গেল । এবার থেকে এক মেসেজেই সাধারণ মানুষদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে সরাসরি পুরপ্রধান। বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অলোকা সেন মজুমদার এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর (৮২৫০৭১৩৯৫৬) চালু করেন।

বাঁকুড়া পুরশহর এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠে আসে এবং অনেক অভিযোগ পুরপ্রধানের কাছে পৌঁছয় না ফলে বহু সমস্যা সমাধান করতে অনেকটাই দেরি হয় পুরসভা কর্তৃপক্ষের। এখন থেকে আর সেই সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন সকলে। এর ফলে সব থেকে বেশি উপকৃত হবেন বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বিশেষ ভাবে চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অলোকা সেন মজুমদার বলেন, অনেক মানুষ রয়েছেন যারা বার্ধক্যজনিত কারণে পুরসভায় আসতে পারেন না তাঁরা যেমন নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবেন তেমনই সাধারণ মানুষরাও নিজেদের যে কোনও ধরনের অভাব অভিযোগ জানাতে পারবেন। এরফলে সাধারণ

মানুষদের দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশাবাদী। পুরপ্রধানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাঁকুড়া শহরবাসী। তাঁরা জানান, 'পুরসভার চেয়ারম্যান যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এর ফলে শহরবাসী হিসেবে আমরা প্রত্যেকে অভাব অভিযোগ এবং সমস্যার কথা পুরপ্রধানকে জানাতে পারব।'

বিড়ি শিল্প ধুঁকছে, আর্থিক সংকটে শিল্পীরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের ঘোষপুর এলাকার বিড়ি শিল্প ধুঁকছে। আর্থিক সংকটে বিড়ি শিল্পীদের পরিবার। এই মহকুমার মধ্যে বিড়ি শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হল ঘোষপুর। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই শিল্প এখন সংকটে পড়েছে। সরকারি কোনও ঋণ বা সাহায্য না পেয়ে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে বিড়ি শিল্পীদের। অনেকেই আছেন যাঁরা সিগারেটের বদলে বিড়িতে সুখটান দিতেই বেশি ভালোবাসেন। বিভিন্ন ব্রান্ডের বিড়ি সেবন করেন তাঁরা। কিন্তু এই বিড়ি বানানো যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে কী হবে?

বিড়ি শ্রমিকরা বলছেন, সরকারি সাহায্যের অভাবে ধুঁকছে এই শিল্প। সরকারি ভাবে কেন্দু পাতার সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে কেন্দু পাতা কিনে বিড়ি শিল্প চালাতে গিয়ে উৎপাদন খরচের ভারে ধুঁকছে বিড়ি শিল্প। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব মিলিয়ে শুধু ঘোষপুর এলাকাতেই কয়েক হাজার মানুষের রুজি রুটিতে টান পড়ছে। স্বাভাবিক ভাবেই শাসক বিরোধী সকলের মুখেই উঠে আসছে বিড়ি শিল্পের সঙ্কটের কথা।

খানাকুলের অন্যতম বড় কুটিরশিল্প বিড়ি বাঁধাই শিল্প। এই শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল কেন্দু পাতা। একদিকে এই কেন্দু পাতার দাম বৃদ্ধি হওয়ায় বিড়ি তৈরি করা মুশকিল হয়ে পড়েছে তেমনই অন্যদিকে মজুরি না বাড়ায় বিড়ি শ্রমিকেরা সংসার চালাতে পারছে না। আসলে বাড়তি দামে কাঁচামাল কেনা আর অন্যদিকে জিএসটির ভারে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে না পেরে বহু বিড়ি কারখানার দরজায় তালা পড়েছে। যেগুলি বেঁচে আছে সেগুলিও ধুঁকছে।

এই বিষয়ে ঘোষপুরের বিড়ি শিল্পী বাদল সেখ, আনোয়ার উদ্দিনরা বলেন, '৪০ থেকে ৫০ বছর ধরে এই বিড়ি তৈরি সঙ্গে যুক্ত আছি। বর্তমানে ২০০ টাকা মজুরি না পাওয়ায় খুবই সংকটের মধ্যে আছি। সরকার ভাবে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। ঘর ভেঙে পড়েছে। ঋণ বাড়ছে। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।' আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরেই বলেছি রাজ্যের এই তৃণমূল সরকার গরিব মানুষের বিরোধী। ঘোষপুর এলাকার বহু মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এদের আর্থিক সংকট দূর করার জন্য রাজ্য সরকার এগিয়ে আসেনি। ফলে সংখ্যালঘু বিড়ি শিল্পী তথা ভাইয়েরা যথেষ্ট সমস্যায় আছে। আমরা ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘু ভাইয়েদের পাশে থাকব।'

খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, 'আমরা বিড়ি শ্রমিকদের পাশে আছি। সরকার শ্রমিকদের জন্য বহু প্রকল্প চালু করেছে। তাদের ওই সমস্ত প্রকল্পের অধীনে এনে আর্থিক সংকট নিবারণ করার চেষ্টা করা হবে।'

ইউনূস সরকারকে বার্তা দিল্লির জামা মসজিদ ইমামের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর: দেশজুড়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ জানালেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসকে তাঁর বার্তা, মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হলেও সংখ্যালঘু বিদ্বেষের স্থান থাকা উচিত নয় বাংলাদেশে।

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সংখ্যালঘুদের হত্যা, বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন দিল্লির জামা মসজিদের শাহি ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আশা করি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনূস সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে হওয়া অবর্ণনীয় অত্যাচার রুখতে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন। আন্তর্জাতিক মহলে নিজের সুনাম বজায় রাখবেন।'

সৈয়দ আরও মনে করিয়ে দেন, বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করার বার্তা দেয় না ইসলাম। শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে সৈয়দ বলেন, 'হিন্দুদের উপর একপাক্ষিকভাবে যে অত্যাচার, অবিচার চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' ভারত যেভাবে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের পাশে থেকেছে, সেই কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন জামা মসজিদের ইমাম।

অসমে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হল গোমাংস

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর: অসমে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হল গোমাংস খাওয়া। বুধবার সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানান, গোমাংস নিয়ে অসমে আগে যা আইন ছিল সেটা খানিকটা বদল করা হচ্ছে। নতুন বেশ কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। তার ফলে হোটেল-রেস্তরাঁ-সহ একাধিক জায়গায় গোমাংস খাওয়া একেবারে বন্ধ হবে।

বুধবার হিমন্ত জানান, গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে বৈঠকে বসেছিল রাজ্যের ক্যাবিনেট। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, গোমাংস খাওয়া নিয়ে এখন যে আইন রয়েছে সেটি সংশোধন করা হবে। অসমে এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, রাজ্যে গোমাংস বিক্রি করা যাবে না। তাছাড়া মন্দির সংলগ্ন ৫ কিলোমিটার এলাকাতে গোমাংস ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। এবার সেই আইনেই আরও কড়াকড়ি আনতে চলেছে অসমের বিজেপি সরকার।

জানা গিয়েছে, নতুন আইনে হোটেল এবং রেস্তরাঁতে গোমাংস বিক্রিতে নিষিদ্ধ করা হবে। এছাড়াও প্রকাশ্যে বা কোনও অনুষ্ঠানে গোমাংস খাওয়া যাবে না। কেবল মন্দির সংলগ্ন এলাকা নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই এই নতুন আইন কার্যকর হবে বলে জানান হিমন্ত। সাংবাদিক বৈঠকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন বছর আগে অসমে গোহত্যা বন্ধ করতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেখানে সাফল্য মিলেছে। তার পরেই আইনে আরও কড়াকড়ি আনার কথা ভাবছে হিমন্তের প্রশাসন।

ফের উর্ধ্বমুখী শেয়ারবাজার, প্রায় ৮১ হাজারে পৌঁছল সেনসেক্স

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর: লক্ষ্মীবারে নতুন মুখ্যমন্ত্রী পাবে মহারাষ্ট্র। তার আগে ফের চড়ল বাজার। প্রায় ৮১ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে সেনসেক্স। নিফটি বেড়েছে প্রায় সাড়ে ২৪ হাজার। ডিসেম্বরের গোড়া থেকেই বাজারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লগ্নিকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

বুধবার, ৪ ডিসেম্বর বাজার বন্ধ হওয়ার পর দেখা যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) শেয়ার দাঁড়িয়ে রয়েছে ৮০,৯৫৬.৩৩ পয়েন্টে। অর্থাৎ, ১১০.৫৮ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। এতে ০.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ দিন সকালে ৮১,০৩৬.২২ পয়েন্টে খুলেছিল বিএসই। সেনসেক্সের সূচক দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ উঠেছে ৮১,২৪৫.৩৯ পয়েন্ট।

প্রায় একই ছবি নিফটিতেও দেখা গিয়েছে। দিনশেষে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) সূচক থেমেছে ২৪,৪৬৭.৪৫ পয়েন্টে। অর্থাৎ, ১০.৩০ পয়েন্ট উর্ধ্বমুখী হয়েছে নিফটির লেখচিত্র। শতাংশের নিরিখে সেটি ০.০৪২ শতাংশ। বাজার খোলার সময়ে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ২৪,৪৮৮.৭৫ পয়েন্টে। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪,৫৭৩.২০ পয়েন্টে ওঠে এই সূচক।

এ দিন ২ হাজার ৩০৭টি স্টকের দর বৃদ্ধি পেয়েছে। দাম কমেছে ১ হাজার ৫০৭টি শেয়ারের। আর অপরিবর্তিত রয়েছে ৯৫টি স্টক। নিফটিতে সর্বাধিক লাভবান হয়েছেন এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি লাইফ, অ্যাপোলো হাসপাতাল, এনটিপিসি এবং বজাজ ফিন্যান্সের লগ্নিকারীরা। অন্য দিকে ভারতী এয়ারটেল, সিপলা, বজাজ অটো, টাটা মোটরস এবং আদানি পোর্টসের স্টকে বিনিয়োগকারীদের সর্বাধিক লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারে দুই শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়ার স্টকের গ্রাফ ০.৫ শতাংশ চড়েছে। গাড়ি নির্মাণকারী এবং এফএমসিজি সংস্থাগুলির শেয়ারের সূচক নেমেছে ০.৭ শতাংশ। বিএসইতে ছোট ও মাঝারি পুঁজির সংস্থাগুলির স্টকের দর ০.৬ এবং এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাড়হিম হত্যাকাণ্ড দিল্লিতে, একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে খুন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দিল্লির তরুণ। বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘরের ভিতরে পড়ে রয়েছে বাবা, মা ও বোনের রক্তাক্ত দেহ। এমন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজধানীর নেব সরাইয়ে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

এদিন ভোর পাঁচটার সময় প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যান ওই পরিবারের তরুণ পুত্রটি। এর পরই বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তিনটি দেহ। তাঁর ৫৩ বছরের বাবা, ৪৭ বছরের মা এবং ২৩ বছরের বোনের নিথর দেহ দেখে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন প্রতিবেশীরা। এর পর খবর যায় পুলিশে। দ্রুত সেই বাড়িতে আসেন তদন্তকারীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই বাড়ি থেকে কিছু খোয়া যায়নি। তাই ছিনতাই কিংবা চুরির সম্ভাবনা নাকচ করে দিচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। সেক্ষেত্রে এই খুনের পিছনে কী মোটিভ রয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে মুহ্যমান যুবকটির চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, 'আমরা ওখানে পৌঁছে জানতে ও মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে দেখতে পায় রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে ওর মা-বাবা-বোনের রক্তস্নাত দেহ। সর্বত্র রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটি বলছিল, এদিনই ছিল ওর মা-বাবার বিবাহবার্ষিকী। বেরনোর আগে তাঁদের অভিনন্দনও জানিয়েছিল সে।'

জনরোষের কারণে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রত্যাহার সামরিক আইন

সিওল, ৪ ডিসেম্বর: দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে পড়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল। দেশে সামরিক আইন লাগু করেও জনরোষে তা প্রত্যাহার করে নিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। সবমিলিয়ে রাতভর নাটকীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার সাক্ষী হল পূর্ব এশিয়ার এই দেশ। গত মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট। অভিযোগ তোলেন, উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনের মদতে ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে সামরিক আইন বা মার্শাল ল জারি করা হয়। বকলমে এই আইন দেশে জরুরি অবস্থা লাগু করার সামিল। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইওল লাইভ সম্প্রচারে জানান, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে পরাহত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

তবে প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশের জনতা। দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় বিক্ষোভ, আন্দোলন। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নামে গোটা দেশ। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও সংসদ ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে সংসদ ভবন চত্বরে সেনা নামাতে হয় সরকারকে। পুলিশের সঙ্গেও শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। আইন সামরিক প্রত্যহার তো বটেই ইউন সুক ইওলকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই সিদ্ধান্ত বদল করে সরকার। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সামরিক আইন।

চলতি বছরে প্রায় ৩০০ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে সৌদি আরবে

রিয়াধ, ৪ ডিসেম্বর: চলতি বছরে সৌদি আরবে রেকর্ড সংখ্যক তিনশোর বেশি আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার গর্দান গিয়েছে ৪ জনের। সৌদির সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এদের মধ্যে তিনজন মাদক পাচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তি খুনের আসামি। মঙ্গলবারের এই মৃত্যুদণ্ডের পর হিসাব বলছে, ২০২৪ সালে মৃত্যুদণ্ড হল মোট ৩০৩ জনের। এমন ঘটনায় নিন্দায় মুখর হয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষা বলছে, ২০২৩ সালে চিন ও ইরানের পর সবচেয়ে বেশি আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল সৌদি সরকার। সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, সেই সংখ্যাটা ছিল ১৭০। লন্ডনের মানবাধিকার সংগঠনটি জানাচ্ছে, চলতি বছরের আগে ২০২২ সালে সবেচেয়ে বেশি সংখ্যক ১৯৬ জনকে চরম শাস্তি দিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। একাধিক মানবাধিকার সংগঠন আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, প্রতিদিন কমপক্ষে একজন আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেই হিসাবে চলতি বছরে পুরনো রেকর্ড ছাপিয়ে ৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। বাস্তবে বছর শেষের আগেই সেই সংখ্যা ছাপিয়ে গেল সৌদি সরকারের বিচার বিভাগ।

সৌদিতে মৃত্যুদণ্ডের ধরন ভারতের থেকে অনেকটাই আলাদা। ভারতে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্তদের ফাঁসি দেওয়া হয়। সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মাথা কেটে নেওয়া হয়। যদিও কোনও সরকারি বিবৃতিতে এই বিষয়ে বিশেষ কিছুই উল্লেখ করে না প্রশাসন। সৌদিতে যে সংখ্যায় আসামিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তা নিয়ে বার বার সমালোচনা হয়েছে বিশ্বে। যদিও তাতে কখনই কর্ণপাত করেনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির সরকার। ফলে বছর বছর মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার সাজা খারিজ করার আবেদন আদালতে

ওয়াশিংটন, ৪ ডিসেম্বর: গত মে মাসেই প্রথম প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সবমিলিয়ে মোট ৩৪টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে প্রাপ্ত এই সাজা এবার খারিজ করার আবেদন জানিয়ে আদালতে গেলেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা।

ঠিক কী দাবি আইনজীবীর দলের? তাদের বক্তব্য, এই মামলা চালিয়ে নিয়ে গেলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে। জনাদেশকেও অসম্মান দেখানো হবে। প্রসিকিউটরদের তরফে এর জবাব দেওয়ার জন্য ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা জানিয়েছেন, ২০২৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় বারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে রাজি আছেন। এই পরামর্শকে 'বিরক্তিকর' বলে পালটা তোপ দেগেছেন ট্রাম্পের আইনজীবীরা।

প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের যৌন সম্পর্ক হয়েছিল বলে দাবি। অভিযোগ, বিষয়টা চেপে দিতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে স্টর্মিকে এক চুক্তিতে সই করানো হয়েছিল। এমনকী অনেক অর্থও দেওয়া হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্টর্মি যা অভিযোগ করেছেন, তা বার বারই খণ্ডন করেছেন বর্ষীয়ান নেতা। এর পরই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবার। এবার সেই সাজা খারিজের আবেদন আইনজীবীদের। গতবার হেরে গেলেও এবার মহাসমারোহে মসনদে প্রত্যাবর্তন করেছেন ট্রাম্প। ৭১ মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকানের ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র ইলেক্টোরাল কলেজ-ই জেতেননি, পপুলার ভোটেও জিতেছেন, এমন কৃতিত্ব তিনি ২০১৬ বা ২০২০ সালেও দেখাতে পারেননি। তাঁর এই বিপুল জয়ের পরেও দেশের একাংশের মানুষের আশঙ্কা, হোয়াইট হাউসে ফিরলে প্রথাগত ভারসাম্যকে হ্রাস করতেই থাকবেন ট্রাম্প। ইতিমধ্যেই ক্ষমতায় বসার আগে নানা হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIQ-26/EE/2024-25** for "Supplying and delivery of LED Street Light" The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender **Id: 2024_MAD_778434_1.**
Sd/- **Chairman**
Krishnanagar Municipality

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 52/ E.O. Kh-II / 2024-25 (Tender ID: 2024_ ZPHD_778594_1 to 3), Date: 03.12.2024.** for C.C. road under Block area. Last date of bids ends on **20.12.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Government of West Bengal
Notice Inviting Quotation No - 04 / APD-III/DPMU-I, WBMIFMP of 2024-25
Sealed quotations are invited by the undersigned for 1(One) number of work from bonafide outsiders having credential of execution of similar nature of work. Last date of application for the Tender Documents is 16.12.2024 up to 16 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Director (Civil) –V
District Project Management Unit – I
Kanainatsal, Burdwan.

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 85/2024-25 & Memo No.: 2168, Date: 04.12.2024,** for **17 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **14.12.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Press Notice
Sealed Quotations are hereby invited for Vegetable seeds (Cucumber- Malini) under PSME schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide **NIQ-14/PSME/PMKSY- WDC 2.0/01/ 2021-22 for Kalimati MWA, 15/PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22** for Tunturi-Suisa MWA and 16/PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22 for Serengdih MWA in the district of Purulia.
For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board or visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting sealed quotation on 11.12.2024
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block
&PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

BERABERI GRAM PANCHAYAT
Habra II Panchayat Samiti, North 24 Parganas
E -TENDER
Nit No : 691/BGP/15th fc/2924
Date 02-12-2024
Tender ID_2024_ ZPHD_777738_1
Bit Submission Date : **03/12/24 to 10/12/2024.**
Bit Submission end Date : **10/12/2024. Time 11.30 AM**
Opening Date : **12/12/2024**
Sd/- Prodhan
Beraberi Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/029(e)/2024-25 dt. 04.12.2024
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply of Front & Rear tyre for 02 nos. Front & Back Hoe Loader. Tender ID: **2024_MAD_778893_1.** Documents download start date & Bid submission start date- **04.12.2024.** Bid Submission Closing Date-**12.12.2024.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
Uttarpara-Kotrung Municipality

e-TENDER NOTICE
e-TENDERS are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. e-NIT No: 17/15th CFC(UNTIED)/NADIA/BGGP/2024-25 e-NIT No 18/15th CFC(TIED)/NADIA/BGGP/2024-25, e-NIT No 19/MPLADS/NADIA/BGGP/2024-25, Dated: 04/12/2024. Last date of Bid submission: 18/12/2024 up to 10 A.M. Technical Bid open: 20/12/2024 after 11 A.M. Details on : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
CORRIGENDUM
N.I.E. EQ. No. Q. 31/WS/ AMRUT/AMC/2024 dt. 18.11.2024 Bid Submission period: 18.12.24 instead of 11.12.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
SE,
Asansol Municipal Corporation

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
জিইএম বিড নং : -১) জিইএম/২০২৪/বি/৫৬০২৫৩২। ২) জিইএম/২০২৪/বি/৫৬১৩১২৯। তারিখ : ২৯.১১.২০২৪। নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলি :- ক্রম নং : ১) ফর্ম (বর্তমান) : ক) লিঙ্ক উল্লেখ্য www.ireps.gov.in। খ) প্রক্রিয়াকরণ লিঙ্ক উল্লেখ্য : www.ireps.gov.in ---> login ---> E-Tender Stores Supply গ) নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে আইআরইপিএস পোর্টালে প্রাপ্ত অনলাইন দাখিলের পদ্ধতি দ্বারা বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করতে হবে। **পড়তে হবে : ক) www.gem.gov.in । খ) www.gem.gov.in ---> login।** গ) সংশ্লিষ্ট জিইএম পোর্টালে উল্লিখিত অনুযায়ী পদ্ধতিতে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতে অনলাইন পেমেন্ট মোডে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করতে হবে।
PR-1/731 এএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

Sl No. 1., NIET No and S1 No.- NIET NO. 20/JAL/ BDO/ BCWDT/ 2024-2025, SL No.01 and 02.
BDO, Jalangi Block Invites tender/NIQ from bonafied contractor, Agencies, Institute, individual for mentioned works. Details information is available at the undersigned office on any working days.
Block Development Officer
Jalangi Development Block
Jalangi, Murshidabad

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
[illegible] Dated [illegible]	Earth work in filling in Road Embankment by good Earth including ramming and dressing complete at Hatitopara, Telipara, Naskarpally, Nischintipur, Jugannathpur, Majipara in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]
[illegible] Dated [illegible]	Construction of (A) Concrete Road Near H/O Lalu Kothi Moulavi, (B) Concrete Road with Surface Drain from H/O Rafik al Laskar to H/O Nasir Hossain Molla & (C) Surface Drain Near H/O Akbar Ali Molla at Jagannathpur Bhangipara in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]

Bid Submission end date: 13.12.2024 at 11.00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
সার্ভে ডিপার্টমেন্ট
৭ম তল, অ্যানেক্স বিল্ডিং, হাওড়া ৭১১১০১
টেলি : (+৯১-৩৩) ২৬৮-৩২১১-১৩,
ওয়েবসাইট : www.myhmc.in ইমেল : survey@myhmc.in/hmc.survey249@gmail.com
হাওড়া পৌর নিগম সংশ্লিষ্ট হাওড়া পৌর নিগম অধিক্ষেত্র এলাকার অধীন প্রধান সড়ক/স্ট্রিট/লেন সকলস্থানে পার্কিং প্লেস/স্লট এবং সড়ক/স্ট্রিট/লেন সকল ইত্যাদি স্থানে পোল কিয়স্ক নিলামের জন্য মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেডকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছে। বিস্তারিত এমএসটিসি লি এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com জানা যাবে।
১০৭(৩)/২৪-২৫ এ.ই. (সার্ভে)
৩.১২.২৪ এইচএমসি

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 503/M-II/2024, Date 02.12.2024** for 04 (Four) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **16.12.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	
2024_ZPHD_778090_1	2024_ZPHD_778090_2
2024_ZPHD_778090_3	2024_ZPHD_778090_4

Intending bidders are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
[illegible]	Construction of Bituminous road from E.M. Bypass to Kacon apartment at Majumderpara of Ward No. 28 & 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	[illegible]
[illegible]	Repairing Of Pot Holes From Hindusthan More To Farsabad More (Induction Road) & Farsabad Road From Kamarkundu Club To Batala In Ward No.-28 & 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]
[illegible]	Construction of Concrete Road and Covered Drain at Jogendrapur Malia Para in Ward No. - 03 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]

Bid Submission end date: 12.12.2024 at 11.00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
[illegible] Dated [illegible]	Construction of Concrete Road and Covered Drain at Dasnipara Near Rammohan Sm. Sangha in Ward No. - 01 under Rajpur-Sonarpur Municipality	[illegible]

Bid Submission end date: 20.12.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. development work(s) under **LWM (SBM(G))** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-10/2024-25, Dated: 04.12.2024.** Bid submission end date: **11/12/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **14/12/2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
NOTIFICATION
This is to notify that Bidhannagar Municipal Corporation has declared as **ODF+ ULB.** The Municipal Corporation Office has not received any objection to the notification published in the **EKDIN (Bengali) & ECHO OF INDIA (English) dated 20.11.2024** declaring this Municipal Corporation as **ODF+.** On the basis of MMIC meeting held on **03.12.2024,** the Municipal Corporation declared itself as **ODF+** (Open Defecation & Open Urination free). All CTs, PTs and stand-alone urinals are functional and well maintained. All toilets are connected to safe disposal system. The MMIC has adopted Service level Benchmark on Water Supply Services, Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Storm Water Drainage. This Municipal Corporation has decided to fix spot fine for open defecation **@ Rs.100/-** and for open urination **@ Rs.50/-.**
Sd/-
Commissioner
Date : 05.12.2024 **Bidhannagar Municipal Corporation**

১০ ঘণ্টা আগে খেলা শেষ করার পরও শাস্তি, আইসিসিকে ব্যঙ্গ স্টোকসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতকে তাদেরই মাটিতে ধবলধোলাই করে রীতিমতো উড়ছিল নিউজিল্যান্ড। একই সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনাও জাগিয়েছিল। কিন্তু ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে হেরে সেই সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা খেয়েছে নিউজিল্যান্ড। এরপর আইসিসির কাছ থেকে দুঃসংবাদ পাওয়ার পর স্বপ্ন আরও ফিকে হয়ে গেছে।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে মন্থর ওভার রেটের কারণে নিউজিল্যান্ডের ৩ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি। এতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে কিউইরা। একই কারণে সফরকারী ইংল্যান্ডেরও ৩ পয়েন্ট কাটা গেছে। এখানেই শাস্তির শেষ নয়। দুই দলের খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে।

আইসিসি জানিয়েছে, ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে ৩ ওভার পিছিয়ে ছিল। ম্যাচ শেষে আম্পায়াররা দুই দলের বিরুদ্ধেই মন্থর ওভার রেটের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনের কাছে দুই অধিনায়ক নিউজিল্যান্ডের টম ল্যাথাম ও ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস অভিযোগ মেনে নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

ম্যাচ রেফারির কাছে 'দায় স্বীকার' করলেও রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়কের দাবি, ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১০ ঘণ্টা আগেই শেষ হয়েছে। এরপরও মন্থর ওভার রেটের কারণে শাস্তি পাওয়া ঠিক নয়। আইসিসিকে এ,বিষয়ক নিয়ম পাল্টানোরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আজ নিউজিল্যান্ড,ইংল্যান্ডকে জরিমানার খবরের শিরোনাম,সংবলিত একটি ছবি পোস্ট করেছেন স্টোকস। সেখানে আইসিসিকে উদ্দেশ্য করে তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে লিখেছেন, 'বাহ্ আইসিসি! নির্ধারিত সময়ের আরও ১০ ঘণ্টা আগেই ম্যাচ শেষ করেছি।'

ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডকে ১০৪ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। স্টোকসের দল চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সেশনেই ৮ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে। রান তাড়া করতে ইংল্যান্ডের সময় লাগে মাত্র ৫৩ মিনিট, খেলতে হয় ১২.৪ ওভার। ১০০,এর বেশি রান সফলভাবে তাড়ায় যা টেস্ট ইতিহাসে দ্রুততম।

ম্যাচ যখন শেষ হয়, তখন দেড় দিন বা চার সেশনের বেশি বাকি ছিল। এরপরও আইসিসি দুই দলকে জরিমানা করেছে কাঙ্ক্ষিত ওভার রেটের চেয়ে পিছিয়ে থাকার কারণে।

মন্থর ওভার রেটে আইসিসির এই শাস্তির কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের খেলার আশা একরকম শেষ হয়ে গেলেও সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী স্টোকসের ইংল্যান্ড। ২০২৩,২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে মন্থর ওভার রেটের কারণে এ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ২২ পয়েন্ট কাটা গেলে ইংলিশদের। নয়তো স্টোকসের দলও ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টিকে থাকত।

ইনস্টাগ্রামে আইসিসিকে ব্যঙ্গ করার পর আজ সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে কথা বলেছেন স্টোকস।

তাঁর মতে, মন্থর ওভার রেটের এই নিয়ম আইসিসির পুনর্বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঠিকঠাক যোগাযোগ রক্ষা করছে না বলেও অভিযোগ তাঁর। ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় টেস্ট সামনে রেখে তিনি বলেছেন, 'দুই দলের দৃষ্টিকোণ থেকেই সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো ম্যাচ আগেই শেষ হয়েছে এবং ফল এসেছে (এরপরও শাস্তি দেওয়া হলো)।'

স্টোকস আরও বলেছেন, 'হতাশা আসলে গত বছরের অ্যাশেজেই ডালপালা মেলেছিল। সে সময়ই আমি প্রথমবারের মতো বিষয়টি (মন্থর ওভার রেটে জরিমানার নিয়ম) ম্যাচ রেফারি ও আম্পায়ারদের সামনে তুলে ধরেছিলাম।'

স্টোকসের দাবি, পেস,সহায়ক উইকেটে বেশি পেসার খেলানো হয় বলেই ওভার শেষ করতে দেরি হয়। তাই কোন ধরনের পিচে খেলা হচ্ছে, সেটার ওপর নির্ভর করে শাস্তি হওয়া উচিত, 'আপনি বিশ্বের কোথায় আছেন (খেলছেন), সেটার ওপর নির্ভর করে। এখানে (যেখানে বেশি পেসার খেলানো হয়) এটা সব সময় একটি সমস্যা। এশিয়ায় ওভার রেট কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। কারণ, সেখানে অনেক স্পিনার খেলানো হয়।'

'ফিল্ডিংয়ের সময় অনেক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বোলারের সঙ্গে ফিল্ডারদের জায়গা বদল নিয়ে আলোচনা করতে হয়। অধিনায়ক হওয়ায় আমাকে এই কাজ বহুবার করতে হয়। কখনো কখনো ওভারের ছয় বলেই ফিল্ডার সাজাতে হয়। কিন্তু তারা (আইসিসি) এটাকে বিবেচনায় নেয় না। তারা শুধু তাড়াতাড়ি বল করতে বলে। কিন্তু তাড়াহুড়া করলে তো চলবে না। কারণ, আমরা মাঠে খেলতে নেমেছি';যোগ করেন স্টোকস।

বিষয়টি সুরাহা করতে আইসিসির সঙ্গে আলোচনায় বসতেও রাজি স্টোকস, 'আপনি বিশ্বের যেখানেই যান, সময় ও নিয়ম সবার জন্য একই। কিন্তু খেলোয়াড়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই যে এই নিয়মের পরিবর্তন চাইছি। আমরা এই বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে আরও আলোচনা করতে চাই।'

অ্যাডিলেডে রান আউট করেছিলেন সৌরভকে, ২১ বছর পর ভুল স্বীকার করলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্ট খেলতে নামছে ভারত। গত বারের সফরে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রানে অল আউট লজ্জা মাথায় নিয়েই খেলতে নামবে তারা। তবে এই মাঠেই ভারত স্মরণীয় জয় পেয়েছিল ২০০৩ সালে। রাহুল দ্রাবিড়ের দ্বিশতরানে স্টিভ ওয়ের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল তারা। সেই টেস্টের একটি ঘটনার জন্য ২১ বছর পর ক্ষমা চাইলেন দ্রাবিড়। সেই ম্যাচে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনিচ্ছাকৃত ভাবে রান আউট করানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

ওই টেস্টে প্রথম ইনিংসে রিকি পন্টিংয়ের ২৪২ রানের সৌজন্যে ৫৫৬ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারত এক সময় ৮৫/4 হয়ে গিয়েও দ্রাবিড়ের ২৩৩ রানে পাল্টা লড়াই চালিয়েছিল। জিতেওছিল সেই ম্যাচ। সেই ম্যাচে দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন সৌরভ। এত দিন পর দ্রাবিড় বলেছেন, সৌরভ ফেরার পর ভাবছিলাম, আমি অধিনায়ককেই আউট করে দিলাম। এ বার তো আমাকে কিছু একটা করে দেখাতেই হবে। সত্যিই সে দিন সৌরভ আউট হয়েছিল আমার ভুলে। এত দিন পরেও আমার স্বীকার করতে সমস্যা নেই, আমার দোষেই সাজঘরে ফিরেছিল সৌরভ।

সেই ম্যাচে দ্রাবিড় এবং ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রথম ইনিংসে ৩০৩ রানের জুটি গড়েছিল, যার উপর ভর করে পাল্টা লড়াই করেছিল ভারত। জুটির সম্পর্কে দ্রাবিড় বলেছেন, লক্ষ্মণ এবং আমি বহু বার একসঙ্গে ব্যাট করেছি। বড় কিছু জুটিও রয়েছে। ২০০১ সালে কলকাতায় বড় জুটি ছিল। তার পর দলীপে দক্ষিণাঞ্চলের হয়েও বড় জুটি রয়েছে। তাই আমরা জানতাম কী ভাবে জুটি গড়ে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এত কিছুর পরেও সিরিজ না জেতার আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে দ্রাবিড়ের। বলেছেন, আমার বা দলের পারফরম্যান্স যতই ভাল হোক না, ওই সিরিজ টা জিততে পারিনি। অনেক কাছাকাছি এসেছিলাম। তবে সিডনিতে শেষ দিনে উইকেট পাইনি।

অষ্টম গেমও ড্র, গুকেশের বিরুদ্ধে সাদা ঘুঁটি নিয়েও সুবিধা করতে পারলেন না বিশ্বজয়ী দাবাড়ু লিরেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অষ্টম গেমেও পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিলেন চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেন এবং চ্যালেঞ্জার ডি গুকেশ। বুধবারের লড়াইয়ের পর দু'জনেরই পয়েন্ট ৪। এই ম্যাচেও লিরেনকে সময়ের চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। তবে প্রয়োজনীয় জয় ছিনিয়ে নিতে পারেননি কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলা গুকেশ।

অষ্টম গেমে ৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে লড়াই হয়েছে দুই গ্র্যান্ডমাস্টারের। ৫১ চালের পর লড়াই শেষ হয় অমীমাংসিত ভাবে। গুকেশের বিরুদ্ধে চাল দিতে প্রায় প্রতি গেমেই প্রচুর সময় নিচ্ছেন লিরেন। এ দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গুকেশ ৪০তম চাল দেওয়ার পর লিরেনের হাতে সময় কমে যায় অনেকটা। সাদা ঘুটির সুবিধা নিয়ে শুরুতে আগ্রাসী ভাবে খেলতে শুরু করেছিলেন চিনের গ্র্যান্ডমাস্টার। কিন্তু গুকেশের কৌশলের সামনে গেমের মাঝামাঝি সময়েই রক্ষণাত্মক হতে বাধ্য হন তিনি। ৪৫ চালের পর তিনি ড্রয়ের প্রস্তাব দিলেও মানেননি গুকেশ। যদিও কয়েক চাল পর দু'জনেই গেম অমীমাংসিত রাখতে সম্মত হন। এই নিয়ে দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ছ'টি গেম শেষ হল অমীমাংসিত ভাবে। উল্লেখ্য, সপ্তম রাউন্ডে দুই দাবাড়ুর লড়াই গড়িয়েছিল ৭২ চাল পর্যন্ত।

অষ্টম গেম অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ার পর গুকেশ বলেছেন, খারাপ অবস্থায় থাকলে হয়তো আগেই ড্রয়ের প্রস্তাব মেনে নিতাম। কিন্তু বোর্ডের পরিস্থিতি তেমন ছিল না। মনে হয়েছিল, আমার কিছু সুযোগ রয়েছে। লিরেনের রাজা কিছুটা সমস্যায় ছিল তখন। তাই আরও খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ দিকে আমার একটা চাল ভাল হয়নি। আরও কৌশলী হওয়া উচিত ছিল।

১৪ গেমের লড়াইয়ে যিনি ৭.৫ পয়েন্ট পাবেন, তিনি চ্যাম্পিয়ন হবেন। কেউ আগে ৭.৫ পয়েন্টে পৌঁছে গেলে, সেখানেই শেষ হয়ে যাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৪ গেমের পর দু'জনের পয়েন্ট সমান হলে, টাইব্রেকের মাধ্যমে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হবে।

৮৬৬ ম্যাচ খেলে প্রথম লাল কার্ড দেখলেন তিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: জার্মান কাপের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বাদ পড়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার লেভারকুসেন কাছে কাল ১-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই ১০ জন নিয়ে খেলা বাভারিয়ানরা। এমন ম্যাচের পর বায়ার্ন খেলোয়াড়দের মন খারাপ থাকারই কথা। মানুয়েল নয়্যারেরও মন খারাপ ছিল, তবে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি খারাপই ছিল জার্মান গোলরক্ষকের। হারের পেছনে যে নিজেকেই সবচেয়ে বড় কারণ ভাবছেন নয়্যার।

অবিশ্বাস্য কাণ্ডই করেছেন নয়্যার। ১৮ মিনিটেই তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে লাল কার্ড দেখে।

৮৬৬ ম্যাচের পেশাদার ক্যারিয়ারে এই প্রথম লাল কার্ড দেখলেন জার্মানির সাবেক অধিনায়ক। ভুল করে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়, এরপর দলের হার;নয়্যারের মন তো খারাপ হবেই।

নাথান টেলার দ্বিতীয়ার্ধের গোলে হারার পর নয়্যার দুঃখ প্রকাশ করেছেন দলের হারের কারণ হওয়ায়, 'লাল কার্ডটাই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমরা কষ্ট পাচ্ছি, আমি দুঃখিত।'

সব সময় যা করেন, তেমনটা করতে গিয়েই লাল কার্ড দেখেন নয়্যার। লেভারকুসেনের আক্রমণ ঠেকাতে পেনাল্টি বক্সের বাইরে গিয়ে জেরেমি ফ্রিমপংকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়েই ভজকট বাঁধান নয়্যার, করে বসেন ফাউল। সঙ্গে সঙ্গেই সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে দেন রেফারি।

নয়্যারের 'ইতিহাস' বায়ার্নের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেয় ইসরায়েলি গোলরক্ষক দানিয়েল পেরেৎজকে। বায়ার্নে যোগ দেওয়ার ১৮ মাস পর অভিষেক হলো তাঁর।

ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে অপরাজিত বৈভব

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি হওয়ার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ১৩ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। নজরে রয়েছে তাঁর পারফরম্যান্স। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে প্রথম দু'টি ম্যাচে সে ভাবে রান না পাওয়া বৈভব অবশেষে রানে ফিরলেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে অপরাজিত রইলেন ৭৬ রানে। দলকে জিতিয়ে তুললেন সেমিফাইনালে।

আমিরশাহি প্রথমে ব্যাট করে ১৩৭ রানের বেশি করতে পারেনি। ফলে বৈভবদের মাথায় খুব বেশি চাপ ছিল না।

বাংলার পেসার যুধাজিত গুহ ৩ উইকেট নেন। আরব আমিরশাহির ইনিংসের শুরু এবং শেষ উইকেটটি নেন তিনিই। আমিরশাহির মিডল অর্ডার ভাঙেন চেতন শর্মা (২ উইকেট), হার্দিক রাজ (২ উইকেট), কেপি কার্তিকেয় (১ উইকেট) এবং আয়ুষ মাত্রে (১ উইকেট)। ৪৪ ওভার ব্যাট করলেও আমিরশাহিকে কখনও মনে হয়নি ভারতকে বেগ দিতে পারবে।

ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়া আমিরশাহি, বল হাতেও তেমন কিছু করতে পারেনি। ভারতের দুই ওপেনার বৈভব এবং আয়ুষ মিলে জয়ের রান তুলে নেয়। ৪৬ বলে ৭৬ রান করে অপরাজিত বৈভব। আয়ুষ ৫১ বলে ৬৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। ১০ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। বৈভব ছ'টি ছক্কা এবং তিনটি চার মারেন। চারটি করে চার এবং ছক্কা মারেন আয়ুষ। টি-টোয়েন্টির মেজাজে ব্যাট করে ভারতের দুই ব্যাটার।

ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে। শুক্রবার হবে দু'টি সেমিফাইনাল। ভারতকে খেলতে হবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। ফাইনাল রবিবার।

দিনভর নাটকের পরও বেদখল মুক্ত হল না কবাডি তাঁবু, বল গড়াল আবার আদালতে

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বুধবার একমাত্র 'একদিন'এর প্রতিবেদনেই তুলে ধরা হয়েছিল বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিদায়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন শেষ হতে চলেছে কবাডি তাঁবুতেও। কারণ, আদালতের রায়ে অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (স্টেট ইউনিট)র-এর দখল করে রাখা মাঠ উচ্ছেদের নোটিশ জারি হয়েছিল। যাঁর মাথাই ছিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ এই সংস্থার কোনও সরকারি স্বীকৃতিই নেই। অথচ বিওএ স্বীকৃত সংস্থা হয়েও ঘরছাড়া ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন। মামলায় তাঁবু দখলমুক্তেরই রায় দিয়ে দেন সিটি সিভিল কোর্ট। নোটিশ পেয়েও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ণপাত না করায়, সেইমতোই বুধবারই তাঁবু থেকে অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (স্টেট ইউনিট)র সবকিছু সরিয়ে দিতে হাজির হয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, এমনকি ময়দান সেনার অধীনে থাকায় সেখানকার অফিসাররাও। একদিনের প্রতিবেদনেই স্পষ্ট করা ছিল, দিনভর চলতে পারে নাটক। ঘটনা ঘটলও তাই। সকাল থেকে কবাডি তাঁবুতে চলল একের পর এক নাটক। যা এককথায় ময়দানে বেনজির ঘটনা। ঘটনার পরম্পরা শুরু হয় সকাল আটটা থেকেই। আপ্তসহায়ক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় সহ হাতে গোনা তিন-চারজনকে নিয়ে হাজির হন স্বপন। আর যারা এসেছিল তারা 'বাহুবলী' বললেও কম বলা হয়। ময়দানের 'বহিরাগত' তকমা লাগতেই পারে তাদের ওপর। কেউই চেনা মুখ নেই। কবাডি তাঁবুতেই প্রাতরাশও সারেন স্বপন। অন্যদিকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার দিলীপ পালিত ছুটেছিলেন কোর্টে। বেলা বাড়তেই ময়দানে কবাডি তাঁবু ঘিরে ফেলে পুলিশ। আসেন সেনাকর্তারাও। স্বপন যেমন প্রায় নিঃসঙ্গভাবে (কয়েকজন কর্তা বাদে) বাঙ্গারামের বাগান আগলে রাখার মতো বসেছিলেন, অন্য শিবিরের ছবিটা ছিল অন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের

দখল মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় কবাডি টেন্টের বাইরে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আজগর আলি ওরফে পল্টু ও কোষাধক্ষ দিলীপ পালিত (বামদিকে)। আপ্তসহায়ক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও বহিরাগত বাহুবলীদের সঙ্গে নিয়ে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডানদিকে)।

সভাপতি ও অভিষেক ঘনিষ্ট হলদিয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আজগর আলি পল্টুর সঙ্গে আসেন সংস্থার অন্য কর্তারাও। সবই ময়দানের চেনা মুখ । ছিলেন চেয়ারম্যান সুরঞ্জন ভট্টাচার্য, সম্পাদক কিশোর কুমার পাত্র, ট্রেজারার দিলীপ পালিত সহ অন্যরা।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূল থেকেই কোনঠাসা করা হচ্ছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে সদ্য বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনেই। প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই ও তৃণমূলের যুবনেতা স্বরূপ বিশ্বাস। সরাসরি বিরোধি প্যানেলে দাঁড়িয়ে জয়যুক্ত হন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের পুর প্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'ও। এখানেও অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (স্টেট ইউনিট)র সব অনুষ্ঠানে দেখা গেলেও, এদিন দেখা যায়নি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বিজয় উপাধ্যায়কে।

এরমধ্যেই নাটকীয় পটপরিবর্তন দেখা যায়। বুধবারই প্রয়াত হন বাংলার প্রাক্তন কবাডি খেলোয়াড় দীপ্তি ভট্টাচার্য। তিনি জাতীয়স্তরেও খেলেছেন কবাডি। শেষপর্যন্ত অ্যামেচার কবাডি সংস্থার কার্যকরী সংস্থাও। তাঁর মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কবাডি তাঁবুতেই হাজির করেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা। পুরো ব্যাপারটাই পৌঁছে যায় মানবিক জায়গায়। কিন্তু আইন চলে আইনের পথেই। ততক্ষণে কবাডি তাঁবুর সামনে ভিড় করেন উৎসুক জনতাও। এর আগে সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গলে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা কিংবা মোহনবাগানের মার্চেন্ডাইজ স্টল ভাঙা মানুষ দেখলেও, দুই কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের লড়াই শেষে উচ্ছেদ ও দখলের লড়াই দেখেনি। বেলা গড়িয়ে দুপুর, বিকেল, সন্ধে পর্যন্ত চলে টানটান উত্তেজনা। কিন্তু নাটক শেষপর্যন্ত থমকে যায় নাকি ঠিকানা ভুলের জন্যই। জানা গেছে, কোর্টের জাজমেন্টে নাকি ঠিকানার নাম ভুল। দু'পক্ষের মধ্যেই শুরু হয় তর্কাতর্কি। ময়দান থানার পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সুরঞ্জন ভট্টাচার্য, সচিব কিশোর পাত্ররা। কোর্টের বেলিপ এদিনের ঘটনার রিপোর্ট লেখেন। কবাডি তাঁবুকে বেদখল মুক্ত করতে, ফের আদালত থেকে সঠিক ঠিকানা সহ নতুন আদেশ আনতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনকে। সব কিছু যাতে দ্রুত হয় সেই চেষ্টাই করছে এখন রাজ্য কবাডি সংস্থা।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সাল থেকে অবৈধ অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (স্টেট ইউনিট) সংস্থা কবাডি তাঁবু দখল করে রেখেছে। প্রথমে প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পরে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবৈধ সংস্থার প্রধান হয়ে ময়দানের কবাডি তাঁবু দখল করে রেখেছিলেন। অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (স্টেট ইউনিট) কোনও সরকারি স্বীকৃতিই নেই এই মর্মে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন মামলা করে। ২ বছর আগে সেই মামলায় জিতেও যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন। সেই সময় আবার এই অবৈধ অ্যামেচার কবাডি সংস্থার সভাপতি ছিলেন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আদালতের রায়ে জিতলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন তাঁবুতে ঢুকতে পারেনি। পরে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে সেই পদে বসেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন ওরফে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও সেই ধারা বজায় রেখে অবৈধভাবেই তাঁবু দখল করেছিলেন। এদিন স্বপন বন্দোপাধ্যায় বলেন, 'ময়দানের ছেলে ময়দানে থাকতে হবে। আমি কোনো অবৈধ কাজ করিনি। কোনো বেআইনি কাজ করিনি। কোর্ট তার রায় দেবে। আর আছে সেনাবাহিনী। সেনা আর কোর্ট ছাড়া আমি কারোর কাছে জবাব দেব না।' সকাল থেকে ময়দানে কবাডি তাঁবু আঁকড়ে থেকে বুধবারের দিনটা কাটলেও, আগামী দিন নিয়ে আশঙ্কা থেকেই গেল। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন, 'জীবনে কভি খুশি, কভি গম লেগেই থাকে। প্রয়াত সুব্রত মুখার্জীর আশীর্বাদ নিয়েই এই চেয়ারে বসে আছি। আমি ময়দান থেকে কখনও সরব না।'অন্যদিকে রাজ্য কবাডি সংস্থার সভাপতি আজগর আলি পল্টু বলেন, 'এই তাঁবু, মাঠ রাজ্য কবাডি সংস্থার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ দখলমুক্ত করা গেল না। তবে আগামী দিনে তা হবে বলে আমরা নিশ্চিত। আদালতের রায় আমাদের পক্ষে আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জাতীয় স্তরে দল পাঠানো যাবে, অনেক প্রতিভাও উঠে আসার সুযোগ পাবেন।'বেনজির এই নাটকীয় ঘটনায় তাজ্জব যেমন জনতা, তেমনই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতদিন ধরে দখলদারি করে রাখার ঘটনায় বিস্মিত ময়দান। সমালোচনায় মুখর হয়েছেন ময়দানের একাধিক কর্তাও।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**